কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায়

পার্টির সাংগঠনিক সংগ্রাম জীবন্ত রাখুন

প্রভাস ঘোষ

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় পার্টির সাংগঠনিক সংগ্রাম জীবন্ত রাখুন
— প্রভাস ঘোষ
(৫ আগস্ট, ২০১৭-এর ভাষণ)

প্রথম প্রকাশ ঃ ১০ নভেম্বর, ২০১৭

প্রকাশক ঃ মানিক মুখার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩
ফোন ঃ ২২৪৯-১৮২৮, ২২৬৫-৩২৩৪

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ আট টাকা

প্রকাশকের কথা

২০১৭-র ৫ আগস্ট বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণদিবস উপলক্ষে এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি কলকাতার নজরুল মঞ্চে সভার আয়োজন করেছিল। সভাপতিত্ব করেন পলিটব্যুরোর প্রবীণ সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর। প্রধান বক্তা সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ যে ভাষণ দেন, ইতিপূর্বে তা গণদাবী ও ইংরেজি মুখপত্র প্রোলেটারিয়ান এরায় প্রকাশিত হয়েছে। এখন পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় কমরেড প্রভাস ঘোষ নিজেই কিছু বিষয় সংযোজন করেছেন। আশা করি শুধু এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) নেতা-কর্মী-সমর্থকই নন, কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দেশে যথার্থ কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতি কামনা করেন এমন মানুষজনের কাছেও এই ভাষণটি সমাদৃত হবে।

১০ নভেম্বর, ২০১৭
কলকাতা

মানিক মুখার্জী

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায়

পার্টির সাংগঠনিক সংগ্রাম জীবন্ত রাখুন

আমাদের শিক্ষক মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণসভা এবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা ভেবে খোলা জায়গায় করা হচ্ছে না, এখানে নজরুল মঞ্চে করতে হচ্ছে। ফলে এই হল অনেক বড় হলেও স্থানাভাব ঘটেছে। সভায় পশ্চিমবাংলার সমস্ত কর্মীরা আসতে পারেননি, আমি যতদূর শুনেছি জেলাগুলিকে নির্দিষ্ট সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। দলের মোট কর্মীসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র অংশ এখানে আসার সুযোগ পেয়েছে। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমি, আজকের সভাপতি এবং আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য নেতারা গত ২৪ এপ্রিল বিভিন্ন সভায় আলোচনা করেছি। আজ এই সভায় আমার উদ্দেশ্য মূলত কমরেড শিবদাস ঘোষের কিছু মূল্যবান শিক্ষা কর্মীদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া। আমি তাঁর কিছু বক্তব্য পড়েও শোনাব। যদিও আপনারা অনেকে এই সব বক্তব্য পড়েছেন, তবু আমি মনে করি পুনরায় স্মরণ করানো প্রয়োজন।

পশ্চিমবাংলার কমরেডদের মধ্যে সম্প্রতি যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল প্রথা পুনরায় চালুর দাবি নিয়ে আন্দোলনকে ভিত্তি করে সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্তুতি, জনগণের অভূতপূর্ব সাড়া এবং রাজ্য সরকারকে খানিকটা দাবি মেনে নিতে বাধ্য করা এবং একে ভিত্তি করেই পাবলিক যেভাবে আমাদের কর্মীদের গ্রামে শহরে পাড়ায় পাড়ায় বাড়িতে বাড়িতে সাদরে অভিনন্দন জানাচ্ছে তাতে কমরেডরা অত্যন্ত উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত। এটা স্বাভাবিক। এটা লক্ষণীয় যে বামপন্থী দল হিসাবে পশ্চিমবাংলায় আমাদের শক্তি এখন যথেষ্ট বেড়েছে। যদিও লোকজন এখনও সিপিএম-এর বেশি, কিন্তু তারা অধিকাংশই নিষ্ক্রিয়। তারপরেই আমাদের স্থান। ভারতবর্ষেও রাজ্যে রাজ্যে পার্টির বিস্তার ঘটছে। নতুন নতুন রাজ্যে পার্টির সংগঠনও গড়ে উঠছে। উত্তরাখণ্ডে, আন্দামানে আমাদের কাজকর্ম শুরু হয়েছে। সদ্য সিকিমে শুরু হয়েছে। পাঞ্জাবে শুরু হয়েছে। এগুলিতে আগে আমাদের উপস্থিতি বিশেষ ছিল না। কয়েক দিন আগে পণ্ডিচেরি থেকে আমাদের ডাক এসেছে। সেখানকার সিপিএম, সিপিআই থেকে একদল কর্মী আমাদের সাথে যুক্ত হতে চান। অনেক বড় বড় প্রোগ্রাম, আন্দোলন শুধু এরাজ্যেই নয়, বিভিন্ন রাজ্যেও

আমরা করছি এবং করার ক্ষমতাও আমরা রাখি। এ খবর প্রায়ই আপনারা দলের সাপ্তাহিক 'গণদাবী'তে দেখেন।

মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের কঠিন ঐতিহাসিক সংগ্রামের ইতিহাস আমরা যেন ভুলে না যাই

কিন্তু আমি যে দিকটা আজকের সভায় বিশেষ ভাবে বলতে চাই, তা হল, দলের এই শক্তিবৃদ্ধিতে এবং এই জনসমর্থনের প্রাবল্যে আমরা যেন ভুলে না যাই, যাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আজ আমরা এখানে এসেছি, কীভাবে তিনি সংগ্রাম করে, কী প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই করে কী উদ্দেশ্যে এই দলটি গড়ে তুলেছেন। কোন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে একদিন তিনি বলেছিলেন, 'আমি গাছতলায় আছি, গাছতলায় মরব। হয়তো আমার বক্তব্যের সমর্থনে আজ কেউ আসবে না। কিন্তু আমার বক্তব্যে সত্য থাকলে একদিন ইতিহাস তার মূল্য দেবে। আমি মরতে মরতে লড়ব, লড়তে লড়তে মরব'। তিনি এমনও বলেছিলেন, "এমন দিন গেছে আমাদের মাথা গোঁজার মতো কোনও ঘর ছিল না। দিনের পর দিন, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় একটা মাদুরে কাটিয়েছি। পাঁচটা পয়সা জোগাড় করতে পারিনি বলে বহুদিন খাইনি" (১)। এগুলি তাঁর ভাষণে পাবেন। বলেছেন, "আমাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করত— এটা পার্টি নয়, এটা ক্লাব। চামচিকেও পাখি, এস ইউ সি-ও পার্টি। আমি কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপ করিনি। একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে ভারতবর্ষে একটা যথার্থ মার্কসবাদী বিপ্লবী দল গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করে গেছি"(২)। এই যে কয়েকটা লাইন আমি বলে গেলাম এর পিছনে আছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর দৃঢ় সংকল্প নিয়ে একটা অক্লান্ত সংগ্রাম।

নতুন কর্মীরা সেই দিনগুলো দেখেনি। এই আমরা তিনজন যারা মঞ্চে সামনে বসে আছি সেই কঠিন সংগ্রামের দিনের সাথে আমাদের খানিকটা পরিচয় ঘটেছিল। আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষকে না খেয়ে থাকতে দেখেছি। তাঁর ক্লাস অ্যাটেন্ড করতাম মাত্র ২০/২২ জন। পাবলিক মিটিংয়ে তিনি বলছেন, শ্রোতা বড়জোর ১৫০/২০০ জন। এসব দিন আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। তখন অবিভক্ত সিপিআই বিরাট পার্টি। তাদের নেতা-কর্মীরা সেদিন সৎ ছিলেন। ওই পার্টিকে তখন সমর্থন করছে মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত পার্টি, মহান মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। ওই অবস্থায় এস ইউ সি আই-তে কাউকে যুক্ত করতে হলে, কমরেড শিবদাস ঘোষকে বোঝাতে হয়েছে যে স্ট্যালিন আমার নেতা, মাও সে-তুং আমার নেতা, কিন্তু সিপিআই যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি নয়। এ কাজটা সেদিন কত কঠিন ছিল, ভেবে দেখুন। নেতাজি প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লকও তখন একটা বিরাট পার্টি। তাদের প্রভাবও যথেষ্ট। আর এস পি— স্বদেশি আন্দোলনের যুগের অনুশীলন সমিতির থেকে তৈরি, তারও বিরাট শক্তি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের

সৌমেন ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আরসিপিআই। এইসব পার্টির তখন কত বিরাট প্রভাব, নামডাক। আমাদের অল্প কয়েকজনের মিছিল দেখে ওরা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করত। এমন সব বাধার বিরুদ্ধে লড়াই করে আমাদের এগোতে হয়েছে। এখন কমরেডরা ঘরে ঘরে আমন্ত্রণ পাচ্ছেন। বহু বাড়িতে মানুষ ভালবেসে, সযত্নে খাওয়ায়। না খেলে অভিমান করে। একবার ভাবুন, এই পার্টির প্রতিষ্ঠাতাকে সেদিন কী প্রতিকূল পরিস্থিতিতে লড়াই করতে হয়েছিল। সেই ইতিহাস যদি আমরা ভুলে যাই এবং সবসময় যদি আমাদের মনে জাগিয়ে না রাখি এবং পরবর্তী জেনারেশনের কাছে বহন করে নিয়ে না যাই, তাহলে আমরা কি যথার্থ এই দলের উপযুক্ত চরিত্র অর্জন করতে পারব? আমি দেখেছি কমরেড শিবদাস ঘোষ বাসে যাবেন বলে কমরেড নীহার মুখার্জী ভাড়া জোগাড় করার জন্য বেরোচ্ছেন। আর এই মিটিংয়ে আমি আজকে এসেছি এয়ার কন্ডিশনড গাড়ি চড়ে। এ সব ইতিহাস ও সংগ্রাম যদি ভুলে যাই এবং আমাদের পরবর্তী জেনারেশনের মধ্যেও যদি আমরা তা বাঁচিয়ে না রাখি তাহলে আমরা একটা প্রিভিলেজের (সুবিধাবাদের) শিকার হয়ে যাব। আমরা পার্টির সুনাম ও জনসমর্থন থেকে একটা সুবিধা ভোগ করব। এই কথাটা আমি প্রথমে উল্লেখ করতে চাইছি।

দ্বিতীয়ত, এটাও লক্ষ করুন, যে পার্টিগুলি একদিন আমাদের এত ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করত, সেই সিপিআই যা পরে বিভক্ত হয়ে সিপিআই-সিপিএম হল— এই দুটি পার্টির হাল কী। সিপিআই এখন কিছু প্রবীণ মানুষের পার্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিপিএম পশ্চিমবাংলায় ৩৪ বছর রাজত্ব করার পর এত শক্তি সঞ্চয় করেছে যে, এখন কংগ্রেসের হাত না ধরলে প্রায় দাঁড়াতেই পারছে না। এই হচ্ছে তাদের হাল। গোটা ভারতবর্ষে তারা ক্রমাগত দুর্বল হচ্ছে , দলের মধ্যে নানা গ্রুপের দ্বন্দ্ব চলছে। ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। কিন্তু আমাদের দল এগোচ্ছে। যদিও সংবাদমাধ্যমে আমাদের কোনও প্রচার নেই। এমএলএ, এমপি-র জোরেও আমরা দাঁড়িয়ে নেই। আজও আমরা রাস্তায়, ঘরে ঘরে হাত পেতে চাঁদা সংগ্রহ করি। তবুও মানুষ আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। বিপুল সংখ্যক শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবক-মহিলা আমাদের দলে যুক্ত হচ্ছে। কী শক্তি, কী আদর্শের জোরে এটা সম্ভব হচ্ছে? এ হচ্ছে মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার অমোঘ শক্তি। এটাই আমাদের একমাত্র হাতিয়ার।

তাকিয়ে দেখুন বিশ্বের দিকেও। মহান লেনিনের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক সোভিয়েত বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট হিটলার, মুসোলিনি এবং জাপানের পরাজয় ঘটেছিল। মহান মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক লড়াই করে চিনের বিপ্লব সফল হয়েছিল। সংগ্রামী বিপ্লবী যোদ্ধা কমরেড হো চি মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনামের ঐতিহাসিক লড়াই

জয়যুক্ত হয়েছিল। এঁরা যে লড়াই করেছেন, এঁদের যত প্রাণ দিতে হয়েছে, যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, আমাদের দল এখনও তা করেনি। তা সত্ত্বেও আজ সেই সোভিয়েত পার্টির কী বেদনাদায়ক পরিণতি! সোভিয়েত পার্টি স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সংশোধনবাদী আক্রমণে অধঃপতিত হতে হতে এমন জায়গায় গেল যে, বিদেশি আক্রমণ নয়, দেশের ভিতরে পরাজিত বুর্জোয়ারা শক্তি সঞ্চয় করে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টিকে পচিয়ে অধঃপতিত করে বুর্জোয়া পার্টিতে পরিণত করে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়েছে। চীনেও মহান মাও সে-তুঙের মৃত্যুর পর একই কাণ্ড ঘটল। ভিয়েতনামেও একই ট্র্যাজেডি হল। কিন্তুআজ পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের সার্বিক আক্রমণের মুখে দেশে দেশে মানুষ পথ খুঁজছে। আবার মার্কসবাদের চর্চা করছে। নানা দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে ভিত্তি করে নতুন কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রাম শুরু হয়েছে। আমরা এখানে দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, এ যুগে আজ কোনও দেশে যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের জন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা অপরিহার্য । আপনারা জানেন, বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের সংকটময় বর্তমান পরিস্থিতিতে যথার্থ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি হিসাবে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে আমরা ভারতবর্ষে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে আছি এবং আমরা এগোচ্ছি, যার তাৎপর্য বিরাট। এ জিনিস কীসের ভিত্তিতে সম্ভব হল? কী সেই সংগ্রাম? এই প্রশ্নটাই আমি ভাবার জন্য কর্মীদের সামনে প্রথমেই রাখতে চাইছি। এখানেই কমরেড শিবদাস ঘোষের ঐতিহাসিক ভূমিকা। তিনি বলছেন, ‘‘এই দলটি মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে ভারতবর্ষের বিশেষ পরিস্থিতিতে সঠিক প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ একটা নতুন মডেলে নতুন আদর্শে গড়ে উঠেছে। তার গড়ে তোলবার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। কোনও দলে আপনারা এই জিনিস দেখতে পাবেন না। আজ নতুন কর্মীদের রাজনীতি শেখার সাথে সাথে দলের রাজনীতি ও আদর্শের মধ্যে সংস্কৃতির এই যে সুরটি রয়েছে সেই সুরটি তাদের আয়ত্ত করতে হবে’’(৩)। তিনি বলছেন, ‘‘লেনিনের সময় পার্টি গঠন আর আজকের সময়ে ভারতবর্ষের জমিতে পার্টি গঠনের পদ্ধতি হুবহু এক হতে পারে না। বিশেষ করে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ আজ যে রূপ নিয়ে দেখা দিচ্ছে লেনিনের সময় তার এই রূপ ছিল না’’(৪)। এই কথাগুলোর মধ্যেই যে প্রশ্নটা রেখেছিলাম, তার উত্তর রয়ে গেছে। লেনিন বলেছিলেন একটা কনফারেন্স করে পার্টি হতে পারে না। একটা প্রস্তাব পাস করে পার্টি তৈরি হতে পারে না। পার্টি গঠনের পূর্বে আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে আদর্শের ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। ইউনিটি অফ আইডিয়াজ চাই। এটাকে ভিত্তি করেই কমরেড শিবদাস ঘোষ আরও উন্নততর ধারণা উপস্থিত করলেন। সেটা হচ্ছে, আদর্শগত কেন্দ্রীকরণ গড়ে তোলাই হচ্ছে দল গঠনের প্রাথমিক শর্ত। দল গড়ে তোলার জন্য প্রথমে দরকার আদর্শগত কেন্দ্রীকরণ। লেনিন বলেছিলেন দলের নেতা-কর্মীদের যৌথ জ্ঞানই হচ্ছে যৌথ নেতৃত্ব। আর বলেছেন, বিপ্লবের সঠিক

থিয়োরি ছাড়া বিপ্লব হতে পারে না, বিপ্লবী দল হতে পারে না। এই আইডিয়াকেই আরও উন্নত করে কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, এই বিপ্লবের থিয়োরি মানে শুধু একটা দেশে বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ নয়, স্ট্র্যাটেজি অফ রেভলিউশন ঠিক করা নয়, এই বিপ্লবের থিয়োরি হচ্ছে মার্কসবাদী বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে একটা দেশের বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী মার্কসবাদী গাইড লাইন গড়ে তোলা। যাকে বলে বিশেষ দেশের বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী কংক্রিটাইজেশন অব মার্কসইজম বা মার্কসবাদকে বিশেষীকৃত করা। লেনিন বলেছেন, বিপ্লবের জেনারেল লাইন বিশেষ ভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে জার্মানি, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়ায় আলাদা আলাদা হবে। লেনিনের এই চিন্তাকে কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের সামনে উপস্থিত করে বললেন, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বা মার্কসবাদ মানে একটা বিচারধারা। বিশ্বের যে কোনও ঘটনা, বস্তুজগতের যে কোনও ঘটনাকে মার্কসবাদী বিচারধারা প্রয়োগ করে বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত করতে পারার ক্ষমতা বা জ্ঞান যথার্থ কমিউনিস্টদের আয়ত্ত করা চাই। সেজন্যই মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করা দরকার। এই কথাটা কমরেডরা অবশ্যই মনে রাখবেন। আমরা সবসময় ভাবি এটা ঠিক, ওটা ঠিক, এটা করা উচিত, ওটা করা উচিত নয়, এ এরকম, ও ওরকম, একে ভাল লাগে, ওকে ভাল লাগে না, আমার এতে আনন্দ হয়, ওতে দুঃখ হয়— এই যা কিছু ভাবছি, একটা দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাবছি। একটা বিচারধারা আমাদের চালায়। এটা হয় বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি, ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি, আমাদের চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ, অভ্যাসের মধ্যে বুর্জোয়া সংস্কৃতি আমাদের চালায়, যাতে আমরা অভ্যস্ত, আর না হলে সচেতনভাবে পার্টির থেকে শিক্ষা নিয়ে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, মার্কসবাদী বিচারপদ্ধতি অনুযায়ী আমরা বিচার করি, আচার-আচরণ করি।

কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদী বিচারধারা গ্রহণ করেছিলেন

কমরেড শিবদাস ঘোষ শুধু মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুঙের বইগুলো পড়ে যাননি। তিনি তাঁদের শিক্ষা থেকে দৃষ্টিভঙ্গিটা আয়ত্ত করেছিলেন। মার্কসবাদী বিচারধারাটা গ্রহণ করেছিলেন। এই বিচারধারা কতটা গভীরভাবে আয়ত্ত করতে পারলে ১৯৪৮ সালে যখন পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রাম চলছে, সেই সময়েই কমরেড শিবদাস ঘোষের পক্ষে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের ত্রুটি ধরতে পারা ও সতর্ক করা সম্ভব হয়েছিল, তা বিস্মিত হওয়ার মতো। সেই সব দিন আজকের কমরেডরা দেখেননি,আমাদের ছোটবেলার কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বে সমাজতন্ত্রের জোয়ার চলছে, পূর্ব ইউরোপ মুক্ত, চীন মুক্ত, ভিয়েতনাম মুক্তির পথে, উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবল জোয়ার চলছে, স্ট্যালিন বিশ্বে প্রায় ‘ভগবানে’র মতো বন্দিত — এইরকম অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। ফ্রান্সে, ইটালিতে,

জাপানে, ইন্দোনেশিয়ায় বিশাল শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি অবস্থান করছে। এইরকম সময়ে যখন এদেশে কমরেড শিবদাস ঘোষ মাত্র ৫-৭-১০জন লোক নিয়ে কাজ করছেন, সেই সময়ে তিনি বলছেন, ‘‘বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের বহু সফলতা ও গৌরবময় আত্মত্যাগকে যথাযথ গর্ব ও শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করেও আমরা এর গুরুতর ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যাইনি। ... এতকাল বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টরা সংগঠনের একপেশে রুটিন কাজের উপরেই প্রধানত জোর দিয়ে এসেছেন, আদর্শগত চর্চার সাথে যুক্ত করে সংগঠনগত কাজকে একদম গুরুত্ব দেননি। ... বিশ্ব সাম্যবাদী শিবিরের বর্তমান নেতৃত্ব বহুলাংশে যান্ত্রিক চিন্তা-পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত। ... যার ফলে চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী সাম্যবাদী নেতৃত্ব গড়ে ওঠার যে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি মার্কসীয় বিজ্ঞানে ইতিহাসলব্ধ অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে স্বীকৃত হয়েছে তা কার্যত পরিত্যক্ত হয়েছে’’(৫)। ফলে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতা কমরেড স্ট্যালিনের সাথে বাকি কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সম্পর্ক মূলত দ্বান্দ্বিক হয়নি, সোভিয়েত পার্টির সাথে অন্যান্য পার্টির সম্পর্কও মূলত দ্বান্দ্বিক হয়নি। আবার একই কারণে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরে নেতা-কর্মীদের সম্পর্কও দ্বান্দ্বিক হয়নি। এদের ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের পরিবর্তে মূলত যান্ত্রিকতা কাজ করছে। তিনি ওয়ার্নিং দিয়ে বলেছিলেন, এরকম চলতে থাকলে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে একদিন বিরাট সংকট সৃষ্টি হবে। সোভিয়েত, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ভবিষ্যৎ বিপদের ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন ১৯৪৮ সালেই। ওই বয়সেই কী করে তিনি এটা বুঝতে পারলেন? কারণ তিনি মার্কসবাদী বিচারধারা এবং মার্কসবাদী সংস্কৃতি আয়ত্ত করেছিলেন। ফলে কমিউনিস্ট হিসাবে আমাদের প্রয়োজন, একটা হচ্ছে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, সর্বহারা সংস্কৃতি আয়ত্ত করা। আরেকটা হচ্ছে এই দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে বিশেষ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির, বিশেষ জাতীয় পরিস্থিতির বিশেষ বিশ্লেষণ, বিশেষ সমস্যার বিশেষ বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অর্জন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, জাতীয় পরিস্থিতি পাল্টায়, সমস্যা পাল্টায়, বিশ্লেষণও পাল্টে যায়। মূলত একই পরিস্থিতি ও একই বিশ্লেষণ থাকলেও নিয়ত পরিবর্তনশীলতায় পরিমাণগত পরিবর্তন যতটুকু ঘটে বিশ্লেষণেরও উপলব্ধি ও প্রয়োগেরও ততটুকু পরিবর্তন ঘটে। সেজন্য সব সময়ই মার্কসবাদী বিজ্ঞান প্রয়োগ করে বিশেষ পরিস্থিতির খুঁটিয়ে বিচার করে বিশেষ মূল্যায়ন দরকার। এ কথা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, জাতীয় পরিস্থিতি, বিশেষ কোনও পরিস্থিতি, বিশেষ কোনও ঘটনা, এমনকী বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই বিশেষের বৈশিষ্ট্যকে সঠিকভাবে বুঝতে পারাই হচ্ছে মার্কসবাদের সৃজনশীল প্রয়োগ। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বা মূল নিয়ম মৌলিকভাবে একই থাকলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে, নতুন নতুন প্রশ্ন ও সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদের মূল নীতিগুলির উপলব্ধি উন্নত থেকে উন্নততর হতে থাকে। এ কথাটাও তিনি

আমাদের বলেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার, লেনিনোত্তর পরিস্থিতিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও নতুন নতুন সমস্যা ও প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মার্কসবাদকে আরও বিকশিত ও উন্নত করেছেন উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী। তিনি বলেছেন, দলের কর্মীদের, নেতাদের শুধু বই পড়লে এবং কোটেশন মুখস্থ করলে হবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি, বিচারধারা আয়ত্ত করতে হবে। তা না হলে আমরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারব না। তিনি আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন, "... লেনিনবাদী বিচারপদ্ধতি আয়ত্ত করার চেষ্টা করুন, শুধু লেনিনের কথাগুলো নয়। ...এটা শুধু নেতারা আয়ত্ত করলে হবে না। সমস্ত কর্মীরাও যদি তা আয়ত্ত করতে না পারেন, অন্তত একটা ভাল অংশ যদি আয়ত্ত করতে না পারেন, অর্থাৎ দলগতভাবে আমরা আয়ত্ত করতে না পারি, তবে কিন্তু আমাদের কাজ অনেক শ্লথ গতিতে এগোবে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, চরিত্র থাকা সত্ত্বেও, মূল বিশ্লেষণ, মূল নীতি ঠিক থাকা সত্ত্বেও, এই বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও যে গতিবেগ আমরা সৃষ্টি করতে পারতাম, তা আমরা পারব না" (৫-ক)। এটা না অর্জন করতে পারলে এখনকার পরিস্থিতির বিচারবিশ্লেষণ আমরা করতে পারব না। নতুন অনেক ঘটনা যেগুলো তিনি দেখে যাননি, যার ওপর আলোকপাত করেননি, সেগুলো আমাদের তো আজ করতে হবে। এ কথা উল্লেখ করা দরকার যে, যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন, এমনকী স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙের জীবদ্দশাতেও তিনি তাঁদের বিশ্লেষণকে অন্ধভাবে অনুকরণ করেননি। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে যেটা ঠিক মনে হয়েছে, সমর্থন করেছেন, যেটা ভুল মনে হয়েছে, আন্তর্জাতিক নেতৃত্বকে সাহায্যের জন্যই তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আপনাদের স্মরণ করানো দরকার, ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২০ তম কংগ্রেসে রেনিগেড ক্রুশ্চেভ যখন মহান স্ট্যালিনকে আক্রমণ করে সংশোধনবাদের পথ উন্মুক্ত করেছিলেন, তখন মাও-সে তুঙের নেতৃত্বাধীন চীনের পার্টি সহ বিশ্বের সব কমিউনিস্ট পার্টিই সোভিয়েত পার্টির কংগ্রেসের বক্তব্যকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, সেই বছরই ওই রিপোর্ট দেখে কমরেড শিবদাস ঘোষ ২০ তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন এবং স্ট্যালিনের মতো বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতা সম্পর্কে একক ভাবে সি পি এস ইউ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না এই সমালোচনা করে তিনি বলেছিলেন, " ... যে সমস্ত অভিযোগ স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে সেগুলো সত্য কি না,তা প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় 'ডকুমেন্ট' (তথ্য) হাজির করা উচিত ছিল —যা করা হয়নি। যেন ব্যাপারগুলো শুধু সি পি এস ইউ-এরই সমস্যা—এই মনোভাব বিরাজ করছে। সি পি এস ইউ ব্যাপারগুলো 'মনোপলাইজ' করার চেষ্টা করছে। কিন্তু স্ট্যালিন সংক্রান্ত যে কোনও প্রশ্ন কেবল সোভিয়েট ইউনিয়নেরই নয়, গোটা দুনিয়ার মেহনতি জনগণ ও কমিউনিস্টদের জানার বিষয়। কাজেই এইরূপ একটি গুরুতর বিষয়ে দুনিয়ার কমিউনিস্টদের মতামতের তোয়াক্কা না করে, নিজেরাই এককভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত

হওয়া মোটেই উচিত হয়নি বলে আমি মনে করি। ...উদ্দেশ্যহীনভাবে কোনও কাজ করা কমিউনিস্ট চরিত্রের পরিচায়ক নয়। যে ব্যক্তি আজ আর নেই, শুধু মাত্র যাঁর মতবাদ বর্তমান, ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে শোধরাবার বা ফাইট আউট করার নামে তাঁরা আজ যেন মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। ...স্ট্যালিন যা বলেননি, সে কথা তাঁর নামে চাপিয়ে দেওয়াকে আমরা গুরুতর অন্যায় মনে করি" (৫-খ)। ১৯৫৬ সালের ওই বক্তৃতায় তিনি আরেকটি বিপদ সম্পর্কে ওয়ার্নিং দিয়েছিলেন, "কোনও সন্দেহ নেই যে, ক্রুশ্চেভের এই চিন্তা বিভিন্ন দেশের সাম্যবাদী আন্দোলনে শোধনবাদী-সংস্কারবাদী প্রবণতার জন্ম দিতে সাহায্য করবে" (ওই)। এই ওয়ার্নিং যে কতটা বাস্তব সত্য পরবর্তীকালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ও তার অনুগামী দলগুলির সংশোধনবাদী অধঃপতনের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। যদিও সেই সময় দলের কর্মী সভায় আরও খোলাখুলি বলেছিলেন, "টুয়েন্টিয়েথ কংগ্রেস অফ দ্য সি পি এস ইউ হ্যাজ ওপেন্ড দ্য ফ্লাড গেট অফ রিভিশনিজম"। এতটা খোলাখুলি তিনি তখন প্রকাশ্যে বলেননি তার কারণ তখনও তিনি আশা করেছিলেন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি তার ভুল সংশোধন করতে পারে, ফলে তার মর্যাদা নষ্ট হতে দেওয়া ঠিক নয়। ঠিক এই কারণে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসের রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা কর্মী সভায় করেও সেটা তিনি প্রকাশ করতে দেননি যাতে চীনের পার্টির বিশেষত মহান মাও সে-তুঙের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয়। চীনের পার্টি ১০ম কংগ্রেসে তাদের ত্রুটি সংশোধন করার পর তিনি নবম পার্টি কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এটা পরিষ্কার, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারাই তিনি ওয়ার্নিং দিয়েছিলেন যে, সোভিয়েত পার্টি সংশোধনবাদের পথ গ্রহণ করেছে, কারণ সেই পার্টি সংশোধনবাদী না হলে তার বক্তব্যের প্রভাবে অন্য পার্টিগুলো সংশোধনবাদী হয় কী করে? ১৯৫৬ সালের উপরোক্ত আলোচনায় স্ট্যালিনের যে সব বক্তব্যকে ক্রুশ্চেভরা ভ্রান্ত প্রমাণ করার অপচেষ্টা করেছিল, কমরেড শিবদাস ঘোষ তাদের উত্থাপিত যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করে স্ট্যালিনের বক্তব্যই যে ঠিক তা প্রমাণ করেছিলেন। একই ভাবে চীনে মাও সে-তুঙের নেতৃত্ব যে ঐতিহাসিক সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল, সেই সম্পর্কে যখন বিশ্বজুড়ে নানা বিভ্রান্তি ও সমালোচনা হয়েছিল, তখন সেই সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে 'ম্যাগনিফিসেন্ট' আখ্যা দিয়ে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যে আলোচনা করেছিলেন, আমি যত দূর জানি, এত শক্তিশালী ক্ষুরধার বিশ্লেষণ সেই সময়ে অন্য কোনও মার্কসবাদী নেতার কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। আবার ওই সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে সর্বাত্মক সমর্থন জানিয়েও তার কিছু কিছু ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতাও তিনি দেখিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত এই বিষয়গুলি উল্লেখ করলাম যাতে কমরেডরা বুঝতে পারেন তিনি মার্কসবাদী বিচারপদ্ধতি আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে কত উন্নত মান ও জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষ শৃঙ্খলা চাপিয়ে দেননি

তিনি বলছেন, যৌথ নেতৃত্ব মানে শুধু নেতা-কর্মীদের যৌথজ্ঞান বুঝলেই হবে না। এই ধারণাকে উন্নত করতে হবে। নেতা-কর্মীদের মধ্যে মার্কসবাদ, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে ভিত্তি করে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র জড়িয়ে একটা আদর্শগত আন্দোলন এবং সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে চিন্তার ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। বিজ্ঞানে সত্য একটাই। প্রত্যেকটি প্রশ্নেই সিদ্ধান্ত একটাই হবে। সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের সামিল করে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে দল গঠনের পর্যায়ে এই সংগ্রাম চলতে থাকে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটা স্তর আসে যখন সমস্ত নেতা-কর্মীদের যৌথচিন্তা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রক্রিয়ায় একজন বিশেষ নেতার মধ্য দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠভাবে প্রকাশিত হয়, ব্যক্ত হয়। যেমন লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুং, তেমন শিবদাস ঘোষের মাধ্যমে তা প্রকাশিত হয়েছে। এটাই হচ্ছে যৌথচিন্তার ব্যক্তিকরণ বা বিশেষীকৃত রূপ। এটা তখনই ঘটে যখন দলে আদর্শগত কেন্দ্রীকরণ অর্জিত হয়। যে নেতার মধ্য দিয়ে এই বিশেষীকৃত যৌথজ্ঞান শ্রেষ্ঠ রূপে প্রকাশিত হয়, তিনি শুধু সেই আন্দোলন বা দলের নেতাই নন, অথরিটি হিসাবেই তাঁর অভ্যুত্থান ঘটে। এই অথরিটি যৌথজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার শুধু নন, তিনি ঐক্যেরও প্রতীক। দলের নেতা ও কর্মীদের চেতনা ও সংস্কৃতির মান যেমন ক্রমাগত বৃদ্ধির সংগ্রাম চালাতে হয়, আবার এটাও সত্য একটা বিশেষ সময়ে সকলের মান এক ধাক্কায় উন্নত করা যায় না। ফলে মানের পার্থক্য থাকে, বোঝাবুঝির ক্ষেত্রে মতপার্থক্য ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয়, তখন অথরিটির ব্যাখ্যাই সঠিক চিন্তার সন্ধান দেয় এবং ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করে। এঙ্গেলস দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে মার্কসবাদ হিসাবে অভিহিত করেছিলেন কেন? এর দ্বারা শুধু মার্কসের অবদানের স্বীকৃতি তিনি দেননি, মার্কসকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ও বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের অথরিটি হিসাবে প্রতিষ্ঠিতও করেছিলেন। লেনিন মার্কস-এঙ্গেলসকে অথরিটি হিসাবে মেনে তাঁদের চিন্তাপদ্ধতি অনুসরণ করে মার্কসবাদকে আরও উন্নত করে নিজেও অথরিটি হয়েছিলেন। স্ট্যালিনও লেনিনকে অথরিটি হিসাবে গণ্য করে অগ্রগতির পথে নিজেও অথরিটি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আবার স্ট্যালিনকে মেনে মাও সে-তুং ও শিবদাস ঘোষও অথরিটি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আবার অথরিটিকে মানা মানে অন্ধতা নয়, অথরিটির সাথেও দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক থাকে, মতপার্থক্য দেখা দেয়। যেমন স্ট্যালিনের সাথে মাও সে-তুং ও বিশেষভাবে শিবদাস ঘোষের মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। আবার এঁরা স্ট্যালিনকে অথরিটি মেনে তাঁকে ভ্রান্তি মুক্ত করে আরও শক্তিশালী করার জন্যই মতপার্থক্য ব্যক্ত করেছিলেন। আবার এমনও হতে পারে যাঁকে অথরিটি হিসাবে মেনে শুরু করেছিলেন সংগ্রামের পথে তাঁকে অতিক্রম করে নিজেই অথরিটি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। যেমন এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর কাউটস্কি ও প্লেখানভকে অথরিটি গণ্য করে লেনিন সংগ্রাম শুরু করে পরে তাঁরা অধঃপতিত হওয়ায় তাঁদের

বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই নিজেই অথরিটি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। মার্কসবাদী আন্দোলনে এই অথরিটি হচ্ছেন একটা বিশেষ সময়ে যৌথজ্ঞান অর্জনের সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠা সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও চরিত্রের জীবন্ত রূপ, সর্বস্তরের নেতা, কর্মী ও জনগণের শিক্ষা ও প্রেরণার উৎস।

ওয়ান প্রসেস অফ থিঙ্কিং বলতে আমরা যেটা বুঝি, তা হল একই পদ্ধতিতে চিন্তা, মানে মার্কসবাদী পদ্ধতিতে চিন্তা করা। ইউনিফর্মিটি অফ থিঙ্কিং কথার অর্থ যে কোনও বিষয়ে, যে কোনও প্রশ্নে ওই ওয়ান প্রসেস অফ থিঙ্কিং প্রয়োগ করে একই ধারণায় পৌঁছানো। মানে প্রত্যেকটি প্রশ্নেই ধারণা ইউনিফর্ম। আবার ওয়ান প্রসেস অফ থিঙ্কিং ও ইউনিফর্মিটি অফ থিঙ্কিং অনুযায়ী যখন ক্রিয়া করছি, তাতে অ্যাপ্রোচে ওয়াননেস থাকছে, অর্থাৎ এই প্রয়োগের মধ্যেও একটা ঐক্য থাকে। এর মধ্য দিয়ে সিঙ্গলনেস অফ পারপাস অর্থাৎ একই বিপ্লবী উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ আমরা করছি। এইগুলি অর্জনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার্টিটা গড়ে ওঠে। তিনি দেখিয়েছেন, এইভাবে যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় দলে ব্যক্তিনেতৃত্ব ও ব্যক্তিবাদের অবসান ঘটে এবং সর্বহারা গণতন্ত্র চালু হয়। এইভাবে আদর্শগত কেন্দ্রীকরণ গড়ে তোলার পর সাংগঠনিক কেন্দ্রীকরণ গড়ে তুলতে হবে। এইভাবেই আমাদের পার্টি গড়ে উঠেছে। এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা তাঁর ঐতিহাসিক আলোচনা, ‘কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই (সি) একমাত্র সাম্যবাদী দল’ পুস্তকে পাবেন। প্রকৃতপক্ষে আজকের দিনে যেকোনও দেশে যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই পুস্তকটি একটি অমূল্য গাইডলাইন হিসাবে কাজ করবে।

শুনলে অবাক হয়ে যাবেন অনেকেই। ১৯৪৮ সালে পার্টির প্রতিষ্ঠা কনভেনশন হয়েছে। ৪০ বছর পর ১৯৮৮ সালে প্রথম পার্টি কংগ্রেস হয়। এই দীর্ঘ সময়ে আমাদের পার্টিতে কোনও লিখিত সংবিধান ছিল না। শুধু লেনিনীয় সংবিধানকে মডেল হিসাবে গ্রহণ করে কনভেনশনাল প্র্যাকটিস করা হয়েছে। ইট ইজ সামথিং নিউ ইন হিস্ট্রি। আমাদের দলকে শত্রুরাও বলে খুব সুশৃঙ্খল পার্টি। সবাই এ কথা বলে। এই শৃঙ্খলাবোধ, এই আচরণ ১৯৪৮ থেকে চলছে। ১৯৮৮ সালের পর পার্টির গৃহীত সংবিধান আছে। কিন্তু সংবিধানের কোন ধারায় কোন উপধারায় কী লেখা আছে— সেগুলি নিয়ে আমরা খুব চর্চা করি না এখনও। কিন্তু দলটা শৃঙ্খলার সাথে চলছে। এটাও কমরেড শিবদাস ঘোষের একটা বিশেষ অবদান। শৃঙ্খলা তিনি চাপিয়ে দেননি, আরোপ করেননি। শৃঙ্খলাকে তিনি সংস্কৃতির রূপে, চর্চার মধ্যে দিয়ে অভ্যাসের রূপে গ্রহণ করিয়েছেন। এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি আমরা। এখন যদিও গৃহীত সংবিধান আছে কিন্তু আগের থেকেই আমরা অভ্যস্ত।

এই সংবিধান প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট উল্লেখ করা দরকার। সোভিয়েত, চীন সহ অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সংবিধানে আছে— কমিটিতে মতপার্থক্য হলে ব্যক্তি বা মাইনরিটি সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মেনে নেবে।

কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রথম থেকেই আমাদের শিখিয়েছেন, শুধু মেনে নেওয়া নয়, খুশি মনে মেনে নেবে। খুশি মনে মেনে নেওয়ার সাথে কমিউনিস্ট কালচার যুক্ত। অর্থাৎ কালেক্টিভ বডিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে কোনটা ঠিক বা বেঠিক, এখানে ব্যক্তি খুশি না হয়ে নিয়ম অনুযায়ী মেনে নিলেও তার আলাদা রিজার্ভেশন থেকে যায়, মতপার্থক্য নিয়েই মেজরিটির সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। এটা ঠিক নয়। কারণ প্রশ্নটা হচ্ছে, কোন সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা হবে— কালেক্টিভ না ব্যক্তি? সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ভুল হলে কালেক্টিভই তা সংশোধন করবে। অনেকেই জানেন না, কমরেড শিবদাস ঘোষ নিজের জীবন সংগ্রামেই এই নিয়ম প্রয়োগের প্রমাণ রেখে গেছেন, যেটা আমাদের কাছে দৃষ্টান্তমূলক। ১৯৭২ সালে তিনি এক কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হয়েছিলেন। তিনি ধরেই নিয়েছেন তাঁর মৃত্যু ঘটবেই, সুতরাং পাবলিকের টাকায় চিকিৎসা করা অনুচিত, কারণ তিনি পাবলিককে আর সার্ভিস দিতে পারবেন না। কিন্তু দলের নেতারা, আমরা হাল ছাড়তে রাজি ছিলাম না। অনেক বলা সত্ত্বেও তাঁকে রাজি করানো যাচ্ছিল না। শেষপর্যন্ত তাঁকে জানানো হল, পার্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছে নার্সিং হোমে তাঁর চিকিৎসা করানো হবে। তিনি আর কোনও আপত্তি করলেন না। সম্ভাব্য আসন্ন মৃত্যু জেনেও দলের সিদ্ধান্ত নিঃশব্দে মেনে নিলেন। সেবার অবশ্য তাঁকে বাঁচানো গিয়েছিল। কমরেড নীহার মুখার্জীও সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দুইবার কেন্দ্রীয় কমিটিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশ্নে মাইনরিটি হয়েছিলেন এবং নির্দ্বিধায় খুশি মনে মেজরিটির সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছিলেন। এই দুইটি ঘটনা উল্লেখ করলাম একদিকে আমাদের দলের সংবিধান সংক্রান্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার জন্য, অন্যদিকে স্তরে স্তরে নেতা ও কর্মীদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য।

আদর্শগত কেন্দ্রীকরণ গড়ে তোলাই পার্টি গঠনের প্রথম ধাপ

প্রসঙ্গত বলি, একটা ভুল ধারণা কারও কারও আছে যে পার্টি গড়ে তোলার সময়ে নেতারা এক জায়গায় না থাকলে ঐক্য বা যৌথ নেতৃত্ব গড়ে ওঠে না। যৌথ নেতৃত্ব কীভাবে গড়ে ওঠে এ সম্পর্কে কমরেড ঘোষের শিক্ষা আমি আগেই আলোচনা করেছি। আমরা যখন দলে যুক্ত হই কমরেড শিবদাস ঘোষ, কমরেড নীহার মুখার্জী শুধু একত্রে থাকতেন। কেন্দ্রীয় কমিটির অন্য সদস্যরা— কমরেড শচীন ব্যানার্জী থাকতেন দক্ষিণ ২৪ পরগণায়, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী কখনও দক্ষিণ ২৪ পরগণা কখনও কলকাতার মেসে থাকতেন। অন্য তিনজন কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা রথীন সেন, প্রীতীশ চন্দ, হীরেন সরকার আলাদা থাকতেন। কিছুদিন বাদে মনোরঞ্জন ব্যানার্জী কেন্দ্রীয় কমিটিতে যুক্ত হন। তিনিও আলাদা থাকতেন। কিন্তু আলাদা থাকলেও সকলের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক ছিল। পরবর্তীকালে কমরেডস শিবদাস ঘোষ, নীহার মুখার্জী,শচীন ব্যানার্জী ও বেশ কিছু জুনিয়র কমরেড একত্রে থাকতেন। আমি পার্টিতে যুক্ত হই ১৯৫০ সালে। কমরেড শিবদাস ঘোষ

মারা যান ১৯৭৬ সালে। আমি ওঁর সঙ্গে মাত্র একটা দিন ও এক রাত পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার সিউড়ি শহরে একসাথে ছিলাম। অবশ্যই তাঁর সাথে আমার অনেকবার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। আমি নিজের প্রয়োজনে বহুবার ওঁর কাছে গিয়েছি, উনিও ডেকেছেন। আমার ত্রুটি নিয়ে বেশ কয়েকবার সমালোচনা করে উপকারও করেছেন। অবশ্য তাঁর কোনও মিটিং, ক্লাস, স্কুল আমি মিস করিনি। আমি যতটুকু শিখেছি, তাঁর সাথে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক না থাকলে শিখলাম কী করে? ফলে নেতারা একত্রে থাকছেন কিনা এর উপর কালেকটিভ লিডারশিপ গড়ে ওঠা নির্ভর করে না। দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে গোটা পার্টিকে নিয়ে। সমস্ত নেতা-কর্মীকে নিয়েই এই কালেকটিভ লিডারশিপ গড়ে তোলার সংগ্রাম চলে। আমরা নেতা ছিলাম না, কিন্তু আমাদের সাথেও তাঁর দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক ছিল। তিনি এটা গড়ে তুলতেন। দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সকলকেই সামিল করাতেন। আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড-কে ইমপ্রুভ করানোর চেষ্টা করতেন। এটা সমগ্র দলের মধ্যে একটা টোটাল ব্যাটল, সামগ্রিক আন্দোলন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কমরেড নীহার মুখার্জীর সাথেও কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা থাকতেন না, সাধারণ কর্মীরা থাকতেন। আমার সাথেও একইভাবে চলছে। নেতারা মাঝে মাঝে আসেন, থাকেন, আবার চলেও যান। কিন্তু সাধারণ কর্মীদের নিয়ে থাকি। এই সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের আলোচনায় বলেছেন, "এখানে মনে রাখতে হবে, কালেকটিভ লাইফ লিড করা মানে এটা নয় যে, একসঙ্গে আমরা সব ক্যাম্পে থাকলাম, একত্রে গ্রামে পড়ে রইলাম বা চাষির ঘরে রইলাম। প্রয়োজন হচ্ছে কন্সট্যান্ট কমন অ্যাসোসিয়েশন, কন্সট্যান্ট কমন ডিসকাশন এবং কন্সট্যান্ট কমন অ্যাকটিভিটি-র মধ্যে নেতারা পার্টি কমরেডদের সাথে নিজেদের জীবনকে এমন করে যুক্ত করবেন, যাতে তার মধ্য দিয়ে কমরেডরা তাদের প্রতিটি খুঁটিনাটি সমস্যার উত্তর পায় এবং কমিউনিস্ট রুচি-সংস্কৃতি গড়ে তোলার সংগ্রামটা শক্তিশালী হয়"(৬)।

সর্বহারা গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায়

লেনিন বলেছেন, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ গড়ে উঠবে সর্বহারা গণতন্ত্র এবং কেন্দ্রীকরণের সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সর্বহারা গণতন্ত্র কী— আজ পর্যন্ত আমি লেনিনের কোনও আলোচনায় তার ব্যাখ্যা পাইনি। রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর আলোচনা আছে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রে গণতন্ত্র, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্র নিয়ে ব্যাখ্যা আছে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রে বুর্জোয়া মাইনরিটির স্বার্থে চলে তাদের গণতন্ত্র, আর সমাজতন্ত্রে মেজরিটি সর্বহারা শ্রেণির স্বার্থে গণতন্ত্র চলে— এ সব আলোচনা আছে। কিন্তু সর্বহারা গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা এবং তার রূপ-প্রকৃতি কী, তা কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি। ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই সর্বহারা

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার আবশ্যকতা তিনি দেখিয়েছেন। লেনিনের সময়ে ব্যক্তিবাদের বর্তমান রূপ ছিল না। লেনিন যখন পার্টি গড়ছেন, তখন রাশিয়ায় পুঁজিবাদ দুর্বলভাবে গড়ে উঠেছে। জারশাসিত রাশিয়ায় তখন সামন্ততন্ত্র ও সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবটা সমাজতান্ত্রিক হল এই জন্য যেহেতু ফেব্রুয়ারি মাসের বিপ্লবে রাশিয়ার বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রক্ষমতায় চলে গিয়েছিল। আর বিপ্লব মানে যেহেতু রাষ্ট্র উচ্ছেদের বিপ্লব, তাই বুর্জোয়াদের উচ্ছেদের অর্থে সেটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হল। যার জন্য লেনিন বলেছিলেন, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পূরণ করবে। চীন বিপ্লব তো ছিল পুরোপুরি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে। ফলে রাশিয়া, চীনে যখন বিপ্লব হয় তখন মানবতাবাদী মূল্যবোধ যেটা বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের অভ্যুত্থানকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, সেই মূল্যবোধের আপেক্ষিক প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। ব্যক্তির মালিকানার অধিকার সামন্ততন্ত্রে ছিল না, সেটা ছিল কুটির শিল্পের যুগ। তখন প্রচলিত ধারণা ছিল রাজা সব সম্পত্তির মালিক 'ভগবানের' প্রতিনিধি হিসাবে। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই ব্যক্তিমাত্রই সম্পত্তির মালিক হতে পারে এই স্লোগান নিয়েই এল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। ফরাসি বিপ্লব ও ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের এই ছিল স্লোগান, যার ভিত্তি ছিল কুটির শিল্পের পরিবর্তে ব্যক্তি মালিকানায় বৃহৎ শিল্প গড়ার বাস্তব প্রয়োজন। এই ব্যক্তিমালিকানাকে ভিত্তি করে ব্যক্তির অধিকার, ব্যক্তির স্বাধীনতা, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি ধারণা সেই যুগে প্রগতিশীল স্লোগান হিসাবে এসেছিল। ফরাসি বিপ্লব প্রগতিশীল বিপ্লব ছিল। সেযুগের বুর্জোয়ারা বিপ্লবী ছিল সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে। তখন বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধ— সামাজিক স্বার্থ মুখ্য, ব্যক্তির স্বার্থ গৌণ— এই ছিল আন্দোলনের আদর্শ। আমাদের দেশেও স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে দেশের স্বার্থ প্রধান, ব্যক্তির স্বার্থ গৌণ— এই বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধ কাজ করেছিল। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'তে আছে, অপূর্ব যখন বিপ্লবী রামদাস তলোয়ারকরকে বলছে, তোমার স্ত্রী আছে, সন্তান আছে, তুমি কেন এই পথে এলে? তলোয়ারকর উত্তর দিচ্ছে, বাবুজি, বিবাহটা ধর্ম, দেশের কাজও ধর্ম। কিন্তু দেশের কাজ বড় ধর্ম। ছোট ধর্ম বড় ধর্মকে বাধা দেবে জানলে আমি বিবাহই করতাম না। তার মানে বিবাহিত হয়েও সেই জীবনকে মুখ্য গণ্য করেনি সে। এই যে মূল্যবোধ, স্বাধীনতার স্বার্থই মুখ্য এবং পারিবারিক স্বার্থ, ব্যক্তির স্বার্থ গৌণ— গোটা স্বদেশি আন্দোলনে ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, সুভাষচন্দ্র, প্রীতিলতা, সূর্য সেন যাঁরাই ছিলেন, এই মূল্যবোধের ভিত্তিতেই লড়াই করেছেন। আবার রাশিয়াতে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, চীনে যে বিপ্লব— সেটাও এই মানবতাবাদী মূল্যবোধের ভিত্তিতেই হয়েছিল। সেখানেও ছিল বিপ্লবের স্বার্থ মুখ্য, ব্যক্তির স্বার্থ গৌণ। সোভিয়েত পার্টির নেতা কমরেড কালিনিনের 'অন কমিউনিস্ট এডুকেশন' লেখাতেও এ কথা পাবেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লবের সময় ব্যক্তিবাদের

আপেক্ষিক প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। কিন্তু বিপ্লবের পর সেখানে এই মূল্যবোধ বেশিদিন কাজ করবে না। বিপ্লব হওয়ার পর যখন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠবে, খানিকটা সমৃদ্ধি আসবে, বিদেশি আক্রমণ থাকছে না, গৃহযুদ্ধ থাকছে না তখন যে ব্যক্তিবাদ বিপ্লবের সময় গৌণ ছিল সেটাই মুখ্য হয়ে আসবে। একেই তিনি 'সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ' আখ্যা দিলেন। সোভিয়েত ও চীনে যে সংকট এল তা মূলত এখান থেকেই এল।

১৯৪৮ সালেই ভারতবর্ষে পুঁজিবাদ ছিল শক্তিশালী। এদেশে বিপ্লবী দল গড়তে গিয়ে তাঁকে ব্যক্তিবাদকে ফাইট করতে হয়েছে। তাই তিনি বললেন, শুধু ভারতবর্ষই নয়, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এবং বিপ্লবোত্তর রাশিয়া ও চীনে এই বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদকে ফাইট করতে হবে। এই ব্যক্তিবাদকে ফাইট করে ব্যক্তিকে ব্যক্তিবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। শুধু সম্পত্তি পরিত্যাগ করেই নয়, জীবনের সকল প্রশ্নে স্বামী-স্ত্রী সন্তানের প্রশ্নে, ভাল লাগা-মন্দ লাগার প্রশ্নে, চাওয়া-পাওয়ার প্রশ্নে, রুচি-সংস্কৃতির প্রশ্নেও যে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, মেন্টাল কমপ্লেক্স, তার থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করতে হবে। উন্নত সর্বহারা সংস্কৃতি হচ্ছে— ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিবাদের প্রভাব মুক্ত হয়ে শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থের সাথে, বিপ্লবের স্বার্থের সাথে, বিপ্লবী দলের স্বার্থের সাথে একাত্ম হয়ে যাবে। এরই ভিত্তিতে সর্বহারা গণতন্ত্র ডেভেলপ করবে। দলের মধ্যে যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিবাদের অবসান ঘটাতে না পারলে সর্বহারা সংস্কৃতি, সর্বহারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে না। তিনি বললেন, তিনটি জিনিস চাই। একটা হচ্ছে দল গঠন করার আগে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে ভিত্তি করে জীবনের সমস্ত প্রশ্নকে ব্যাপ্ত করে যৌথচিন্তা যৌথনেতৃত্ব গড়ে তোলার সংগ্রাম। দ্বিতীয়ত, এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একজন নেতার অভ্যুত্থান ঘটবে যিনি হবেন যৌথচিন্তার মূর্ত প্রতীক। তৃতীয়ত, এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একদল আসবে যারা ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত চিন্তা, ব্যক্তিবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে দলের স্বার্থের সাথে একাত্ম হবে এবং বিনা শর্তে, নির্দ্বিধায় হাসিমুখে বিপ্লবের স্বার্থে যেকোনও কাজ করতে প্রস্তুত থাকবে। এই রকম একদল তৈরি হবে যারা নেতা হওয়ার যোগ্য। তা না হলে দল গঠন হতে পারে না। এইভাবে একটি কমিউনিস্ট দল গঠনে লেনিনীয় পদ্ধতিকে আরও বিকশিত ও উন্নত করে তিনি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দল প্রতিষ্ঠা করেছেন। আজও আমরা দাঁড়িয়ে আছি এরই ভিত্তিতে।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সেই জোয়ার আজ নেই। বিশ্বব্যাপী চূড়ান্ত সংকট। আমাদের দেশেও বামপন্থী আন্দোলনের সংকট। তবুও আজ আমরা এই জায়গায় যে এসেছি, তা ওই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঠিক প্রয়োগের ভিত্তিতে ভিন্ন পদ্ধতিতে, ভিন্ন প্রক্রিয়ায় পার্টিটা গড়ে উঠেছে বলে। তিনি স্ট্যালিনকে, মাও সে-তুংকে নেতা হিসাবে মানতেন, গভীর শ্রদ্ধা করতেন, আমাদেরকেও শ্রদ্ধা করতে

শিখিয়েছেন। বলেছেন স্ট্যালিনকে, মাও সে-তুঙকে শ্রদ্ধা করতে না পারলে আমাকেও বুঝবে না। এই মহান শিক্ষক বলেছেন আমি তাঁদের ছাত্র, আবার স্ট্যালিনের সাথে, মাও সে-তুঙের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল দ্বান্দ্বিক, অন্ধ অনুকরণ নয়। স্ট্যালিনের জীবদ্দশায় '৪৮ সালেই কমিউনিস্ট আন্দোলনের ত্রুটি দেখিয়েছেন, পরবর্তীকালেও দেখিয়েছেন। চীনের ক্ষেত্রেও যা প্রশংসার তা প্রশংসা করেছেন। আবার মাও সে-তুঙের জীবদ্দশাতেই তাঁদের যা ত্রুটি দেখেছেন, দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি নিজে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করে সব কিছু বিচার করেছেন। আমাদেরও সেইভাবেই করার শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। সেই শিক্ষা আয়ত্ত করার সংগ্রাম আমাদের চালাতে হবে।

মার্কসবাদই এযুগে উন্নততম নৈতিক জীবনের সন্ধান দেয়

আর দু'টি কথা আমি বলব যেটা আমাদের পার্টির মধ্যে জীবন্ত চর্চা হিসাবে তিনি রেখে গেছেন। সকল দেশে সমস্ত বড় মানুষরা, যুগে যুগে যাঁরা বিপ্লবের ঝান্ডা বহন করেছেন, সেই বুদ্ধ হতে শুরু করে যাঁরাই লড়াই করেছেন তাঁদের সকলের মধ্যে যেটা ছিল, তাঁর ভাষায়, "বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি"। কোটি কোটি জানা-অজানা মানুষের প্রতি, নিপীড়িত মানুষের প্রতি ভালবাসা, তাদের ব্যথা-বেদনাকে বুকে বহন করা। এই যে হৃদয়বৃত্তি, এটাই হচ্ছে বিপ্লবী রাজনীতির মূল আধার। ফলে বলেছেন, "সমস্ত সমাজের ব্যথা-বেদনা মূল্যবোধের যথার্থ আঁচড় বিপ্লবীদের মধ্যে এমন করে পড়েছে যে, তারা বদ্ধপরিকর হয়েছে তাদের বিপ্লবের কাজকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য। তাই কর্মকে বিপ্লবীরা অবহেলা করতে পারে না। আর বলেছেন, "... না খেতে পাওয়া, অভাব বা দুঃখ-কষ্ট থেকেই লোকে মার্কসবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়, ... ব্যাপারটা এমন নয়। সকল দেশেই, এ যুগে যাঁরা বড় মানুষ, চিন্তাশীল, দরদি মনের মানুষ, মানুষের প্রতি অসীম মমত্ববোধ থেকেই তাঁরা মার্কসবাদের প্রতি ঝুঁকেছেন। তাঁদের অনেকেরই ঘরে খাওয়া-পরার অভাব ছিল না। এমনকী শোষকের ঘরে, জোতদারের ঘরে, ধনী পরিবারে তাঁদের অনেকেরই জন্ম। যেমন মার্কস, এঙ্গেলস, মাও সে-তুং— এঁদের কারওরই ঘরে অভাব ছিল না। শুধু এথিক্সের জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘেঁটে, এর চেয়ে মূল্যবান, মহৎ, বড় জিনিস আর খুঁজে পাননি বলেই তাঁরা মার্কসবাদী হয়েছেন। খেতে না পেলে লোকে মার্কসবাদী হয়— মার্কসবাদের আবেদনটা এরকম নয়"(৮)। অর্থাৎ বলেছেন, উন্নত এথিক্যাল লাইফ চাই বলেই মার্কসবাদকে গ্রহণ করা, বিপ্লবী হওয়া —না হলে, শুধু শুধু বেঁচে থেকে লাভ কী? জীবজন্তুর মতো বাঁচব কেন? মনুষ্যত্ব নিয়ে বাঁচব, রুচিসংস্কৃতি নিয়ে বাঁচব। দেখিয়েছেন, এ যুগের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হল মার্কসবাদ। তাই তিনিই বলেছেন, "মার্কসবাদ এ যুগের মহত্তম বিপ্লবী আদর্শ। এই মহত্তম বিপ্লবী আদর্শের মর্মবস্তু এবং প্রাণসত্তা নিহিত রয়েছে তার সংস্কৃতিগত মান এবং নৈতিক মানের মধ্যে" (৯)।

মার্কসবাদ গ্রহণ করা যে একটা উন্নত এথিক্যাল লাইফ গ্রহণ করা, এই আদর্শের প্রাণসত্তা যে উন্নত নৈতিক মানের মধ্যে রয়েছে— এই ধরনের বক্তব্য এর আগে আমি অন্তত অন্য কারও আলোচনায় পাইনি। তাই আমাদের দলে উন্নত চরিত্র গঠনের উপর তিনি এত জোর দিয়ে গেছেন। ফলে তিনি বলেছেন, বিপ্লবী জীবনটাকে গ্রহণ করার পিছনে একটি কারণ হচ্ছে উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি, আর একটা হচ্ছে এথিক্যাল লাইফ গ্রহণ করা। রুচিসম্মত জীবনযাপন করা। বাকি সব জীবনই ঘৃণিত জীবন, গোলামির জীবন। ছাত্রদের একটা মিটিংয়ে বলেছেন, যতদিন বাঁচবে মাথা উচু করে বাঁচো, যখন মরবে মাথা উঁচু করে মরবে এবং এর একটাই মাত্র পথ সেটা হচ্ছে বিপ্লবের ঝান্ডা বহন করা, মানবমুক্তির সংগ্রামের ঝান্ডা বহন করা। বলেছেন, "কোনও একজন বিপ্লবীর পক্ষে সর্বহারা বিপ্লবী বা কমিউনিস্ট হওয়ার মূল সংগ্রামটি হল সর্বপ্রথমে শোষিত মানুষের বিপ্লবী আন্দোলনগুলির সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে সর্বহারা বিপ্লবী রাজনীতি আয়ত্ত করার সাথে এই সংস্কৃতিগত এবং রুচিগত মান অর্জন করার জন্য শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থে, বিপ্লবের স্বার্থে, বিপ্লবী দলের স্বার্থে বিপ্লবী দলের কাছে ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিস্বার্থকে নিঃসংশয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে আনন্দের সাথে বিসর্জন দিতে পারার সংগ্রাম। এখানে ব্যক্তিস্বার্থ পরিত্যাগের সাথে দেশের জন্য গাড়ি বাড়ি ধনসম্পত্তি জীবনের সবকিছু পরিত্যাগের মানবতাবাদী আদর্শের একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। ত্যাগটা যদি বুর্জোয়া মানবতাবাদী চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয় তাহলে তার দ্বারা অহংবোধ, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, হামবড়াভাব ক্রমাগত বাড়বে এবং শেষপর্যন্ত তা কমিউনিস্ট হওয়ার পথে চূড়ান্ত বাধার সৃষ্টি করবে। এই ত্যাগের ধারণা থেকেই আসে কিছু চাওয়ার মনোভাব। নেতা হওয়ার মানসিকতা। আমি অনেক ত্যাগ করেছি— লোকে তা জানুক, এই আকাঙ্ক্ষা জাগবে"(১০)। এই ত্যাগ মাহাত্ম্যকে ফাইট করতে গিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন, "আমরা কী ত্যাগ করেছি? আমরা কিছুই ত্যাগ করিনি। একটা ক্ষুদ্র নোংরা জীবন ত্যাগ করেছি। পেয়েছি একটা মহত্তর জীবন।" বলছেন, "বিপ্লবীদের অভাব অনটন, হাজার দুঃখ-কষ্ট-নির্যাতন যা দেখে সাধারণ মানুষ তাদের জন্য দুঃখ করে সে আপাতদৃষ্ট দুঃখময় বিপ্লবী জীবনের নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যে লিপ্ত থেকে একজন বিপ্লবী যে শান্তি এবং আনন্দ খুঁজে পায়, সাধারণ মানুষ বাড়ি-গাড়ি-আরামের মধ্যে তার হদিশ খুঁজে পায় না"(১১)।

আরাম-আয়েশের প্রতি মোহ যেন না বাড়ে

আর একটা ওয়ার্নিং তিনি দিয়ে গেছেন, যেটা এখন আমাদের দলের সমস্যা হিসাবে দেখা দিচ্ছে। তিনি বলেছেন, "একজন বিপ্লবীকে পার্টি তার ক্ষমতা দিয়ে যেমন পারে তেমন রাখবে। পার্টি যদি তাকে ভাল জামাকাপড়, গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে পারে তাহলে তার প্রতি তার মোহ বা লোভের সৃষ্টি হবে না। তার দ্বারা সে আরাম-আয়েশের শিকার বনে যাবে না। অর্থাৎ আরামের সামগ্রী না পেলে যেমন

তার কোনও দুঃখ থাকবে না, ক্ষোভ থাকবে না, তেমনই এগুলি পেলেও তার প্রতি মোহ সৃষ্টি হবে না। কিন্তু এ সম্পর্কে নির্লিপ্ত ভাব না থাকলে এগুলি পেতে পেতে তার ভিকটিম হয়ে যাওয়া, আরামের শিকার বনে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তখনই বিপদের সৃষ্টি হয়। একদিন একজন কষ্টের মধ্যে আক্ষেপ না করে থাকতে পেরেছে বলেই চিরকাল তার সেই গুণগুলি বজায় থাকবে এমন কোনও কথা নেই। কাজেই সবসময় এই সংগ্রাম বিপ্লবীদের নিজের ভিতর করতে হয়। সবসময় তাকে এটা পরীক্ষা করতে হয়, টেস্ট করতে হয়"(১২)। শেষ জীবনে একটি আলোচনায় তিনি উদ্বেগের সাথে বলেছেন, "আমি দেখেছি আমাদের পার্টির নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাল থাকা খাওয়া পরা এসবের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। এসব না হলে তাঁরা দৈনন্দিন বিপ্লবী কাজকর্ম চালাতেই কষ্টবোধ করছেন। সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে এক ধরনের বিরাগ সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো হচ্ছে বুর্জোয়া নোংরা ব্যক্তিবাদী সংস্কৃতির একটা রূপ"(১৩)। একথাটা আমি এই মিটিংয়ে বলছি। কারণ এখন লোকে আমাদের চাঁদা দেয়। আগের তুলনায় বেশি টাকা দেয়। নেতাদের থাকা খাওয়ার তেমন সমস্যা নেই। আমাদের তো নেইই। কিন্তু এই ওয়ার্নিং যদি খেয়াল না থাকে, এখান থেকে আসবে আমাদের অধঃপতন। এই হাউসে বহু নেতা আছেন বিভিন্ন স্তরের। তাঁরা অফিসে, সেন্টারে, বাড়িতে থাকেন। আজ খাওয়ার সমস্যা নেই। অন্তত এ রাজ্যে নেই। আরাম-আয়েশের প্রতি যে আকর্ষণ হয়, লোভ হয়,মোহ হয় এবং এটা যে সর্বনাশ করে— এই ওয়ার্নিং তিনি দিয়ে গেছেন। সেটাও এই হাউসের সামনে আমি পুনরায় বলতে চাই, সব সময় খেয়াল রাখার জন্য।

আদর্শগত নিম্নমান থাকলে চলবে না

আর একটা ওয়ার্নিংও তিনি দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, "চিন্তা ও সংস্কৃতির মান অনুন্নত থাকলে তা জটিল পরিস্থিতিতে যে কোনও মুহূর্তে উপযুক্ত পরিবেশ পেলে সংশোধনবাদ সংস্কারবাদের জন্ম দিতে পারে। সংস্কৃতি ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুন্নত মান থাকলে তার দ্বারা সমস্ত পার্টিটা সমস্ত শ্রমিক শ্রেণি বিভ্রান্ত হয়ে, বিপথে পরিচালিত হয়ে সমাজতন্ত্র এবং মার্কসবাদের ঝান্ডা উড়িয়ে সংস্কারবাদ ও শোধনবাদের রাস্তায় পুরোপুরি পুঁজিবাদ ফিরিয়ে আনতে পারে"(১৪)। বলছেন, "পার্টির অভ্যন্তরীণ সর্বহারা গণতন্ত্র চালু করার বাস্তব অবস্থা একমাত্র তখনই সৃষ্টি হতে পারে যখন পার্টিকর্মীদের চেতনার মান এমন একটা ন্যূনতম উচ্চ স্তরে পৌঁছেছে যে স্তরে পৌঁছালে সমস্ত কর্মী, অন্তত বেশিরভাগ কর্মী তাদের চিন্তাকে স্পষ্ট এবং বোধগম্যভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম অর্থাৎ মত বিনিময়ের মাধ্যমে তারা পার্টির অভ্যন্তরে তর্ক-বিতর্ক এবং আদর্শগত সংগ্রামে কার্যকরীভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম। তত্ত্ব বিচারের ক্ষেত্রে এরূপ ন্যূনতম ক্ষমতা অর্জনের প্রধান শর্ত হচ্ছে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কর্মীদের উন্নততর সাংস্কৃতিক মান

অর্জন। এটা সম্ভব হলে তবেই একমাত্র নেতাদের সাথে কর্মীদের তত্ত্ব বিচারের ক্ষেত্রে আদর্শগত সংগ্রাম যথার্থই দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের রূপ দিতে পারে''(১৫)। আমাদের পার্টির সামনে এটা আজকে একটা সমস্যা। আমাদের কমরেডরা সিনসিয়ার, অনেস্ট। কাজকর্ম করে, বহু কষ্ট স্বীকার করে। কিন্তু একটা বিষয় আমরা অবহেলা করছি, যে সম্পর্কে স্ট্যালিন মৃত্যুর আগে ওয়ার্নিং দিয়েছিলেন ১৯৫২ সালে। তিনি ১৯তম পার্টি কংগ্রেসে বলেছিলেন, ''আদর্শগত সংগ্রাম হচ্ছে পার্টির প্রধান কাজ''। খেয়াল করুন— সেই আলোচনায় বলছেন, ''সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সংগ্রাম অবহেলা করলে বুর্জোয়া আদর্শ শক্তিশালী হবে। তার ফলে দল এবং রাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতি হবে''। উনি গভীর উদ্বেগের সাথে বুঝেছিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন কোন দিকে যাচ্ছে এবং সেজন্য অপূরণীয় ক্ষতি হবে। ঘটলও তাই। শেষ পর্যন্ত সেখানে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। আমাদের দলেও আদর্শগত সংগ্রাম, তত্ত্বের চর্চা, জ্ঞানের চর্চা যে পার্টির প্রধান কাজ— এটার উপরে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। কমরেড ঘোষও বলেছেন, রুটিন ওয়ার্ক প্রয়োজনীয় আবার ক্ষতিকারক। রুটিন ওয়ার্ক পার্টির জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয়, কিন্তু ঠিকভাবে লক্ষ না রেখে রুটিন ওয়ার্কের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক মান অর্জনের সংগ্রাম অবহেলা করলে ভয়ঙ্কর ক্ষতি হবে। ফলে পার্টির মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার চর্চা, দৃষ্টিভঙ্গির চর্চা এবং বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণের চর্চা, এর জন্য ক্লাস, তর্ক-বিতর্ক, আলাপ আলোচনা, স্কুল ব্যাপক হওয়া দরকার। এটা না হলে উনি যে ওয়ার্নিং দিয়ে গেছেন— একদিকে সর্বহারা সংস্কৃতি অর্জনের সংগ্রাম, ব্যক্তিবাদ থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রাম, অন্যদিকে আদর্শগত মান উন্নয়নের সংগ্রাম এই দু'টিকে যদি আমরা কার্যকর না করতে পারি তবে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টিরও পরিণতি সোভিয়েত, চীনের পার্টির মতো হবে না, আমাদের সংগ্রামের ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও শিবদাস ঘোষ জিন্দাবাদ করতে করতেও আমাদের যে অধঃপতন হবে না, তার কোনও গ্যারান্টি নেই। গ্যারান্টি হচ্ছে স্তরে স্তরে নেতা-কর্মীদের উন্নত আদর্শগত এবং সাংস্কৃতিক মান, যা না হলে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক হবে না। ফলে কর্মীরা নেতাদের অন্ধের মতো মানবে, দলকে অন্ধের মতো মানবে। রাশিয়ায় যতক্ষণ স্ট্যালিন নেতৃত্ব সঠিক ছিল, দল তাঁকে প্রায় অন্ধের মতো মেনেছে — সোভিয়েত পার্টি চলেছে ঠিক মতো। স্ট্যালিনের পর অযোগ্য নেতারা এলেন। তাদেরও অন্ধের মতো মানল। তারা যে সমাজতন্ত্রের সর্বনাশ করছে প্রথম দিকে সোভিয়েতের জনগণ ও পার্টি বুঝতেই পারেনি। অন্ধের মতো মানার দুঃখজনক পরিণতি ঘটল। আমাদের দলেও এই অন্ধতা জনিত সমস্যা কিন্তু ব্যাপক আছে। এখানে রাজ্য কমিটি, জেলা কমিটি, লোকাল কমিটির নেতারা আছেন, ফ্রন্টের নেতারা আছেন, তাঁদের লক্ষ রাখতে হবে, পার্টির অন্য কাজকর্ম, বডি মিটিং, প্রোগ্রাম ও অনুষ্ঠানের আলোচনার মধ্যেও আদর্শগত আলোচনা, তার মধ্যে সংস্কৃতির আলোচনা যুক্ত থাকবে। বডি

মিটিং-এও ব্যক্তিবাদের সংঘাত হয়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তর্ক-বতর্কের মধ্যেও কার মধ্যে কালেকটিভ অ্যাপ্রোচ আছে আর কার মধ্যে ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক অ্যাপ্রোচ আছে, এগুলো ম্যাটার অব ডিসকাশন হবে। শুধু ক্লাসেই সব জিনিস বোঝা যায় না। টোটাল পার্টি লাইফে এর চর্চা দরকার। কর্মীতে কর্মীতে যে কনস্ট্যান্ট কমন অ্যাসোশিয়েশন, কনস্ট্যান্ট কমন ডিসকাশন, কনস্ট্যান্ট কমন অ্যাক্টিভিটিস— এ কথার অর্থ কি আমরা সব এক ঘরে আছি, অ্যাসোশিয়েশন দিচ্ছি আর ডিসকাশন করছি? না, এটা নয়। পার্টি নানা কর্মক্ষেত্রে আছে, নানা জায়গায় আছে। দেখাসাক্ষাৎ হলে গল্প হচ্ছে, হাসি ঠাট্টা হচ্ছে, তার মধ্যেও তত্ত্বের আলোচনা হচ্ছে। টোটাল পার্টির মধ্যেই একটা অ্যাসোসিয়েশন, একটা কমরেডশিপ গড়ে উঠছে। চায়ের দোকানে যাচ্ছি, খাওয়া দাওয়া করছি, গল্প করছি তার মধ্যেও একটা কমরেডশিপ, একটা কালচার একটা পছন্দ অপছন্দ ফুটে উঠছে। তার মধ্যে একটা বিষয় এসে যাচ্ছে, আলোচনা হচ্ছে— এই টোটাল লাইফের মধ্য দিয়েই আদর্শগত মান, সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের সংগ্রাম চালাতে হবে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। আমি লক্ষ করে দেখেছি বহু কর্মী একাধিক পার্টি ও ফ্রন্টের বডির সদস্য, নানা ফোরামেরও সদস্য, এগুলির বিভিন্ন মিটিং হয়, এ ছাড়া বহু রুটিন ওয়ার্ক থাকে, যারা সেন্টারে থাকে তাদের সেন্টার ডিউটি থাকে— এ সবের ফলে তারা জনসংযোগ করার ও আলাদা ভাবে পড়াশুনা করার বিশেষ সুযোগ পায় না। স্তরে স্তরে উর্ধ্বতন নেতাদের এ দিকটা লক্ষ রেখে সমস্যার সমাধান করতে হবে। দেখা দরকার যাতে সপ্তাহে কমপক্ষে চারদিন কমরেডরা এসব কাজ থেকে ফ্রি থাকে জনসংযোগ ও অন্যান্য যোগাযোগ রক্ষার জন্য।

মনে রাখবেন, ভারতবর্ষের পুঁজিবাদ শুধুই পুঁজিবাদ নয়। এরও ক্রমাগত অধঃপতন ঘটছে। আমি কমরেড ঘোষের একটা বক্তৃতা থেকে নোট করে নিয়ে এসেছি— ১৯৭১ সালে বলছেন, "পুঁজিবাদের নোংরা সংস্কৃতি আজ আমি যা দেখছি, ৩০-৪০ বছর বাদে আরও নোংরা সংস্কৃতি হবে"(১৬)। ১৯৭১ সালে এ কথা বলেছেন, এখন ২০১৭ সাল। উনি যা নোংরা সংস্কৃতি দেখেছেন আমরা তার চেয়েও নোংরা সংস্কৃতির মধ্যে বাস করছি। উই আর সারাউন্ডেড বাই ক্যাপিটালিজম— ইকনমিক্যালি, পলিটিক্যালি, সোস্যালি, মরালি, এথিক্যালি। উই আর প্রোডাক্ট অব ক্যাপিটালিজম, উই আর কামিং ফ্রম ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি। আমরা তো কমিউনিস্ট পার্টির ঘরে জন্ম নিইনি। আমাদের পারিবারিক জীবন ছিল বুর্জোয়া পারিবারিক জীবন। আমরা সেই ঘরের সন্তান। ছোটবেলায় লালিত পালিত হয়েছি প্রধানত বুর্জোয়া সংস্কৃতির মধ্যে, যার মধ্যে সামন্ততন্ত্রের প্রভাবও ছিল। এসব নিয়েই দলের টানে যুক্ত হয়েছি। আবার প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বাইরের যে দূষিত চিন্তাভাবনা আমাদের মধ্যে ঢুকছে তার প্রভাবে আমরা বিপথগামী যে হব না, কোথায় তার গ্যারান্টি? মনে রাখতে হবে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের

চিন্তাধারা আমরা যদি সঠিকভাবে গৌরবের সঙ্গে উড্ডীন রাখতে পারি, দেশের বিপ্লবী আন্দোলনকেও প্রভাবিত করতে পারব, অন্য দেশের আন্দোলনকেও প্রভাবিত করব। তাই চাই আদর্শগত সংগ্রাম, সংস্কৃতিগত সংগ্রাম, নিছক কিছু প্রোগ্রাম করা নয়— আবার প্রোগ্রাম পুরোপুরি বাদ দেওয়াও নয়। তিনি বলেছেন রুটিন ওয়ার্ক অবশ্য প্রয়োজনীয়, কিন্তু এটাই একমাত্র কাজ নয়।

দলের ভিতরে তর্ক-বিতর্ক সমালোচনারও একটা রীতি থাকবে

আর একটা সমস্যা নিয়ে খুবই চিন্তাগ্রস্ত আমরা। দলের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হয়, সমালোচনা হয়, কিন্তু খুব কম নেতা-কর্মী কমরেড শিবদাস ঘোষের গাইড লাইন অনুসরণ করে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন, "কমিউনিস্ট আচরণবিধি অনুযায়ী কারও কোনও আচরণ সম্পর্কে আলোচনা বা সমালোচনা করার সময় যার বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হচ্ছে নিজেকে আগে তার জায়গায় স্থাপন করে তবে তার বিচার বা সমালোচনা করতে হয়। তা না হলে আলোচনার ধারা কখনওই ইমপার্সোনাল হতে পারে না"(১৭)। যাকে সমালোচনা করছি, তার জায়গায় তার স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে আমি থাকলে কী করতাম আগে নিজেকে সেটা বিচার করতে হয়। এটা ইমপার্সোনাল হতে সাহায্য করে। বলেছেন, "আর একটি জিনিস হচ্ছে কর্মীদের মধ্যে পরস্পর আলোচনা সমালোচনার ক্ষেত্রে অপরের ত্রুটি ধরা এবং তা নিয়ে অহেতুক সমালোচনা করার একটা প্রবণতা দলের অভ্যন্তরে প্রায়ই লক্ষ করা যায়। এইভাবে সমালোচনার ক্ষেত্রে কমরেডরা প্রায়শই কমিউনিস্ট রীতিনীতি মেনে চলেন না। কমিউনিস্টরা প্রতিটি মানুষকে বিচারের ক্ষেত্রে প্রথমে নিজের দোষ থেকে শুরু করেন এবং অপরের গুণ থেকে শুরু করেন। প্রতিটি মানুষই দোষে-গুণে মিলে মানুষ। কাজেই অপরের দোষগুলিকে দূর করে তার গুণগুলিকে উজ্জীবিত করতে, দোষগুলি নিয়ে ক্রমাগত না খুঁচিয়ে তার যতটুকু গুণ আছে তাকে উৎসাহিত করাই হচ্ছে কমিউনিস্টদের রীতিসম্মত কাজ"(১৮)। এটাও বেশিরভাগ নেতা এবং কর্মী ফলো করেন না। আমি রিমাইন্ড করানোর জন্য বলছি। আপনারা কমরেড ঘোষকে গভীর শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু এগুলো আলোচনা-সমালোচনার সময়ে আপনারা ফলো করেন না। তিনি আরও বলেছেন, "যে কোনও আলোচনা সমালোচনা করার সময়ে কমরেডদের আসল উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য কী, সে সম্পর্কে কর্মীদের একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে। এর তাৎপর্য হচ্ছে প্রথমত যে সমালোচনা করে তার নিজের যদি কোনও ভুল তার অজ্ঞাতসারেই থাকে এই সমালোচনার মধ্য দিয়ে তার শোধরাবার পথ বের করা"(১৯)। উনি এক জায়গায় বলেছেন যে, আমি যখন সমালোচনা করি আমার প্রথম উদ্দেশ্য থাকে আমার তাকে বুঝতে ভুল হয়েছে কি না, এটা বিচার করা। কথাটা তাঁর ভাষাতেই বলছি, তিনি বলছেন, "আমি নিজে কী করি? অনেক সময় এমন হয়, নেতাদের সম্পর্কে এক

ঘর লোকের সামনে আমি আলোচনা করি, খোলা মেজাজে করি, সেই নেতারাও শোনেন। ...এতে দুটো লাভ। প্রথমত, আমার মনে করায় কোনও ভুল থাকলে তা সংশোধন করে নেওয়া যাবে— অর্থাৎ সকলের সামনে বলছি বলে আমার কোনও ভুল থাকলে সে ভুল ধরা পড়ে যাবে। আবার এই আলোচনা সকলের সামনে করায় অন্যের মধ্যে এ ধরনের ত্রুটি থাকলে তা দূর হয়ে যায়"(২০)। হু ইজ স্পিকিং দিস? গ্রেট ম্যান লাইক শিবদাস ঘোষ। এই এথিক্সটা, এই গ্রেটনেসটা আমরা ক'জন ফলো করি? আমাদের ঝোঁক থাকে আমারটাই ঠিক, তুমি ভুল, এটা দেখানো। বলছেন "প্রথমত যে সমালোচনা করে তার নিজের যদি কোনও ভুল থাকে তার অজ্ঞাতসারেই এই সমালোচনার মধ্য দিয়ে তার শোধরাবার পথ বের করা। দ্বিতীয়ত, দলের এবং বিপ্লবের স্বার্থকে সামনে রেখে অপরের ভুলগুলোকে শোধরানো এবং দলীয় সংহতি রক্ষার উদ্দেশ্যে বিপ্লবী তত্ত্ব, বিপ্লবী রাজনীতি, আদর্শ, মতবাদ ও তার প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে নেতা কর্মী জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা এবং নেতা কর্মী জনসাধারণকে যুক্ত করে বিপ্লবের স্বার্থে একত্রে কী করে কাজ করতে হয় তার যথার্থ শিক্ষা দেওয়া। বিপ্লবীদের কাছে এইটাই হল সমালোচনার একমাত্র প্রয়োজনীয়তা, কার্যকারিতা। বিপ্লবীদের কাছে সমালোচনার পদ্ধতি হচ্ছে প্রথমে আত্মসমালোচনা, পরে অন্যদের সমালোচনা"(২১)। দলের নীতি ও পরিকল্পনাকে রূপায়ণ করার ক্ষেত্রে আচরণ সম্পর্কে সমালোচনার এই যে এথিক্স, এই যে গাইডেন্স, আমাদের পার্টির মিটিংগুলোতে এগুলি অনেক সময় ফলোড হয় না। খুব কম হয়। ব্যক্তিবাদের প্রভাবে অহেতুক কু-তর্ক, আমি ঠিক অপরে ভুল প্রমাণ করার ঝোঁক, এগুলো ভীষণ প্রাধান্য পায় এবং এগুলি পার্টির পক্ষে বিরাট ক্ষতিকারক। বলেছেন, নিজের বিচার নিজে করবে না। তোমার গুণ অপরে দেখবে, তুমি শুধু নিজের ত্রুটি দেখো। তুমি যদি বড় হতে চাও, তোমার ত্রুটি কোথায়, তোমার লিমিটেশন কোথায়, সব সময় দেখ। আর অপরের গুণটাকে খোঁজ, তার ত্রুটি খুঁজবে না। অপরের গুণ দেখবে কেন? কারণ অপরের থেকে কী শেখার আছে, কী শিখব— এটা লক্ষ রাখা। তারপর বলছেন অপরের গুণ দেখতে গিয়ে যদি ত্রুটি চোখে পড়ে তখন গুণ বেশি না ত্রুটি বেশি বিচার কর। তারপর বলছেন, ত্রুটি নিয়ে খোঁচাখুঁচি না করে তার গুণ বাড়িয়ে তাকে ত্রুটিমুক্ত কর। এগুলো আমি পড়ছি না মুখে বলছি। প্রচলিত বুর্জোয়া সমাজের চিন্তাপ্রক্রিয়া ও অভ্যাস থেকে মুক্ত হতে না পারার ফলে বেশ কিছু নেতা ও কর্মী অন্যদের সম্পর্কে নিজেই নানা ইম্প্রেশন নেন এবং মনের মধ্যে লালন-পালন করেন এবং প্রায় ক্ষেত্রেই এটা ব্যক্তিগত পছন্দ -অপছন্দ, সুসম্পর্ক-খারাপ সম্পর্ক দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, "পার্টির অভ্যন্তরে আমরা অনেক কথা ভাবি। এই ভাবনা ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত দুই-ই। কিন্তু কর্মীদের মনে রাখতে হবে, ব্যক্তিগত ভাবনা সমষ্টিগত ভাবনারই ব্যক্তি-প্রতিফলন হওয়া দরকার।

ফলে এই ব্যক্তিগত ভাবনার রীতিটা সব ব্যাপারে কী হওয়া উচিত? তা হচ্ছে, এই ব্যক্তিগত ভাবনার সাথে দলগত ভাবনার যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সেটাকে রিজলভ (সমাধান) করে প্রতিটি ব্যাপারে দলগত ভাবনাকেই গ্রহণ করতে হবে। এটাই হচ্ছে, দলের সাথে ব্যক্তির আইডেন্টিফিকেশনের (একাত্ম হওয়ার) সংগ্রামের পূর্বশর্ত''(২২)। তাঁর এই শিক্ষা অনুসরণ না করে নিজস্ব ধারণা ঠিক কী বেঠিক তার যাচাই সঠিক হবে না। ভুল ধারণা, এমনকী তিক্ত সম্পর্ক বা বিদ্বেষ প্রসূত ধারণা একবার গড়ে উঠলে সেটা এক জায়গায় থাকে না, দূর করতে না পারলে, নানা ভাবে বাড়তেই থাকে। তাতে সেই কমরেডদের ক্ষতি হয়, দলের স্বাস্থ্যও নষ্ট হয়। আবার এটা মনে রাখতে হবে, বস্তুজগতের মতো একটি মানুষ, একটি কমরেডও নিয়ত পরিবর্তনশীল। ফলে এক সময়ের গড়ে ওঠা সঠিক ধারণা অপরিবর্তনশীল থাকে না। হয় সেই কমরেড পূর্বের ত্রুটিমুক্ত হয়ে সংখ্যাগত পরিবর্তনের পথে গুণ অর্জনের দিকে এগোতে থাকে, না হয় একই প্রক্রিয়ায় ত্রুটি আরও বাড়তে থাকে বা পূর্বের গুণ হারাতে থাকে। সেজন্য কারও সম্পর্কে অনড় ধারণা পোষণ করা চলে না। নেতা-কর্মীদের অবশ্যই এই বুর্জোয়া অভ্যাস থেকে মুক্ত হতে হবে। এগুলি অনুসরণ না হওয়ার ফলে পার্টি ইজ সাফারিং। এটাও বলেছেন, কারও প্রতি কোনও রাগ থাকলে, বিরক্তি থাকলে, যতক্ষণ রাগ বিরক্তি থেকে মুক্ত না হচ্ছ, ততক্ষণ তার সমালোচনা করতে যাবে না। আগে নিজেকে রাগ বিরক্তি থেকে মুক্ত কর, তারপর সমালোচনা কর। তারপর বলছেন, স্ট্যান্ডার্ড বিচার না করে যে কোনও কমরেডের সাথেই রাগের সাথে কথা বলবে না। নিজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বলেছেন, আমি নীহার মুখার্জী, সুবোধ ব্যানার্জী, শচীন ব্যানার্জীদের প্রতি আমার রাগ হলে নির্দ্বিধায় বলি। কারণ তারা আমাকে জানে, চেনে এবং বোঝে যে, তাদের ভালর জন্যই বলি। কিন্তু জুনিয়র কমরেডস, তাদের অনেক আচরণে আমার বিরক্তি হলেও, রাগ হলেও প্রকাশ করি না। কারণ তারা এভাবে বুঝবে না। তাদের কাছে সত্য মিথ্যা হয়ে যাবে। আমাদের বহু নেতা এ জিনিস খেয়াল করে না। অনেক সময় তর্ক-বিতর্ক করতে গিয়ে কেউ কেউ নিজেকে সংযত রাখতে পারেন না, রাগ কন্ট্রোল করতে পারেন না, আক্রমণাত্মক ভাষা ও ব্যবহার করে থাকেন, এমনকী গায়ে হাতও তুলে দিতে পারেন। যাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে বা যার গায়ে হাত তোলা হচ্ছে, সেই কমরেড কী করবেন? এই সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা শুনুন। তিনি বলছেন, ''পার্টি কমরেডরা পরস্পরের মধ্যে মতভেদ নিয়ে তর্ক করতে করতে কখনও কখনও উত্তেজিত হয়ে যেতে পারেন, এমনকী উত্তেজনার মুখে 'টেম্পার' (সংযম) রাখতে না পেরে কোনও কমরেড হয়তো আর একটি কমরেডকে মেরেও দিতে পারেন। ... এমন কাণ্ড যদি ঘটেও যায়, কেউ তর্ক করতে করতে নিজেকে সংযত রাখতে পারেননি, সেক্ষেত্রে যিনি মারবেন তিনি লজ্জিত হবেন এবং ভবিষ্যতে নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করবেন। ... যিনি মার খাবেন

তাঁকে ভাবতে হবে, দু'জনে পরস্পর কমরেড বলেই অপরের পক্ষে এ আচরণ সম্ভব হয়েছে। কেন না রেগে গেলে বা উত্তেজিত হলে অপরিচিত পাঁচ পাবলিককে সাধারণত কেউ চড় দেয় না, বা মারতে ওঠে না। অতএব এ ধরনের ঘটনা কখনও ঘটে গেলে তাতে মন খারাপ করার কী আছে? ...ফলে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে তাকে অন্যভাবে নেওয়ার কোনও মানে নেই। তাকে অন্যভাবে নেওয়ার মানে হল, যিনি এটাকে অন্যভাবে নিলেন, বুঝতে হবে, পার্টির ভিতরেও তার আলাদা একটা ব্যক্তিসত্তা রয়েছে। তা হলে যে কর্মী পার্টির জন্য জীবন দিতে পারেন, অথচ তাঁর ব্যক্তিসত্তা বিসর্জন দিতে পারেন না, তাঁর অহম এবং মিথ্যা মর্যাদাবোধ বিসর্জন দিতে পারেন না, তিনি কেমন বিপ্লবী?" এর পরেই তিনি ওয়ার্নিং দিয়ে বলেছেন, "কর্মীদের এ কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার, যত ক্ষুদ্র আকারেই হোক না কেন, ব্যক্তিবাদ বা অহমবোধ এই ভাবে থেকে গেলে একদিন এর থেকেই রাজনৈতিক সুবিধাবাদ, হঠকারিতা ও সংশোধনবাদের জন্ম হয়।" এ কথা ঠিক আমাদের দলে তর্ক-বিতর্কের উত্তেজনার মুহূর্তে গায়ে হাত তোলা খুবই ব্যতিক্রমী ঘটনা, কিন্তু বেশ কিছু কর্মী নানা কটু মন্তব্য করে একে অপরকে অন্যায়ভাবে আঘাত করেন, মূল আলোচনার থেকে সরে গিয়ে পারস্পরিক ব্যক্তিগত আক্রমণে লিপ্ত হন। কমসংখ্যক হলেও একদল অপরের সম্পর্কে তাঁদের বিদ্বেষ তুষের আগুনের মতো ভেতরে ভেতরে পুষতে থাকেন এবং অন্য সময়ে তুচ্ছ কারণে প্রতিহিংসামূলক আচরণ করেন। এইসব নোংরা বুর্জোয়া অভ্যাস থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কমরেড শিবদাস ঘোষের উপরোক্ত শিক্ষার তাৎপর্য আমাদের ভাল ভাবে বুঝতে হবে। এই প্রসঙ্গে তাঁর আরেকটি মূল্যবান শিক্ষাও স্মরণ করাতে চাই। তিনি বলেছেন, ''আরও একটি ত্রুটি হামেশাই কর্মীদের ক্ষেত্রে ঘটে, সেটা হচ্ছে দশ মিনিটের আলোচনায় যে বিষয়টির নিষ্পত্তি হওয়ার কথা, সেই আলোচনা আমরা দু'ঘন্টা ধরে করি। একবার আলোচনায় বসলে আর উঠতেই চাই না। ... ফলে কী হয়? যে সময়টা আমরা কাজ করতে পারতাম, সেই সময়টা নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি করে, একে অপরের দোষ দেখিয়ে, পরস্পর তিক্ততা সৃষ্টি করে পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করে আমরা কাটিয়ে দিই। ... আলোচনা শুধুই অযথা বেড়ে যাচ্ছে — এ কথার মানে হল, যেদিক দিয়েই হোক, আমিই হই বা অপর পক্ষই হোক— আমরা কোনও পক্ষই এমন ক্ষমতাসম্পন্ন নই, যারা আলোচনাটাকে সঠিক পথে প্রবাহিত করতে পারি। যেখানে আলোচনায় কথা বাড়ে, সেখানে বুঝতে হবে যে, আলোচনা ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে। সেখানে ... সহজ বুদ্ধি খাটিয়ে আলোচনা বন্ধ করা উচিত। আলোচনা বন্ধ করে বলা উচিত, এসো দু'কাপ চা খেয়ে নিই। তার পরে চল এইবার কাজ করতে যাই। এটা না হয় মুলতুবি থাকল। তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না''(২৩)। তাঁর এই মূল্যবান গাইডলাইন আমাদের সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

কমিউনিস্ট আচরণবিধি মেনে চলা দরকার

একদল নেতা-কর্মী আছেন, খেয়ে না খেয়ে গলদঘর্ম হয়ে কাজ করেন, কিন্তু কমিউনিস্ট আচরণবিধির বা এথিক্সের ন্যূনতম ধার ধারেন না। ঊর্ধ্বতন নেতারা শুধু কাজই দেখেন, কিন্তু এদিকে একদম খেয়াল রাখেন না। তার ফলে এদের ক্ষতি হচ্ছে, দলের ক্ষতি হচ্ছে। এরা অনেকেই নিজের মতো করে অন্য কমরেড সম্পর্কে রিডিং নেন, তার এই মনে হওয়া ঠিক কি বেঠিক সেই কমরেডের সাথে বা সহকর্মীদের সাথে অথবা অন্য নেতৃত্বের সাথে মিলিয়ে নেন না। এই ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক রিডিং যত্রতত্র প্রকাশ করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এদের যারা প্রশংসা করে, তোয়াজ করে বা পছন্দমতো চলে, তাদের অনেক ত্রুটি থাকলেও 'সাতখুন মাপ' হয়ে যায়। আর যারা সমালোচনা করে, অপছন্দের কাজ করে বা এমনকী কোনও সময় খারাপ ব্যবহার করে, তাদের অনেক গুণ থাকলেও তাদের ক্ষেত্রে 'পান থেকে চুন খসলে খড়্গহস্ত' হয়ে যায়। এ সব তো বুর্জোয়া মানবতাবাদ থেকেও নিকৃষ্ট আচরণ! বর্তমান পচা-গলা বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রভাবেই এসব ঘটছে। ভুলে যাবেন না, কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য শিক্ষা হচ্ছে সমালোচক, এমনকী শত্রু হলেও, বাজে মোটিভ থেকে করলেও যদি সেই সমালোচনার মধ্যে কিছু শিক্ষণীয় থাকে, তার থেকে শিখতে হবে, তাকে শিক্ষক গণ্য করতে হবে। দুঃখের বিষয়, কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা থাকলেও বহু কমরেডই তাঁর শিক্ষাগুলিকে জীবনে প্রয়োগ করে না। এমনকী একদল কমরেড দীর্ঘদিন এক জায়গায় থাকেন, কাজ করেন, কিন্তু পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ, রাগ, তিক্ততা নিয়ে চলেন। তাহলে উন্নত সম্পর্ক, কমরেডশিপ গড়ে উঠবে কী করে? কমিউনিস্ট এথিক্স অনুযায়ী কোনও কমরেড সম্পর্কে, কোনও মানুষ সম্পর্কে, এমনকী বিরোধী পক্ষের কোনও ব্যক্তি সম্পর্কে রাগ-বিদ্বেষ পোষণ করা উচিত নয়, যদি যথার্থই কোনও অন্যায়ও করে, তা হলেও ভালবেসে সহানুভূতির সাথে তাকে অন্যায় থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করতে হবে। আমাদের লড়াই বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত বা বিভ্রান্ত কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়। আরেকটা কথা, এমনিতেই যার সাথে আমার সম্পর্ক ভাল, তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে আমার কৃতিত্ব কোথায়! বরং কোনও কারণে যার সাথে আমার সম্পর্ক ভাল নয়, তাকে জয় করে সুসম্পর্ক গড়ে তোলাই তো আমার ক্ষমতার পরিচয়। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় স্মরণ করাতে চাই। কমরেড শিবদাস ঘোষের আরেকটা ওয়ার্নিং আমরা অনেকেই পড়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাস্তব জীবনে খেয়াল রাখি না। তিনি বলেছেন, "বর্তমান সমাজে বুর্জোয়া-প্রলেটারিয়েটের যে শ্রেণি সংগ্রাম চলছে, সেই শ্রেণি সংগ্রাম বা শ্রেণি দ্বন্দ্বের প্রভাব আমাদের চিন্তা-ভাবনা-মানসিকতার ক্ষেত্রে, রুচি-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিয়তই কাজ করে চলেছে। ...প্রচলিত বুর্জোয়া সমাজ পরিবেশের ভাবনা-ধারণাগুলো স্বাভাবিক নিয়মেই আপনাদের মধ্যে এসে বর্তায়। কোনও নেতা বা কর্মীই নিজেদের এই

সামাজিক পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখতে পারেন না। পারেন না বলেই প্রতিনিয়ত, তিনি যত বড় উঁচু দরের নেতাই হোন না কেন, তাঁকে সচেতন থাকতে হয়। নিজেকে রক্ষা করতে হলে তাঁকে সব সময় বুঝতে হয় যে, আমার মধ্যে যে মানসিকতা-চালচলন-স্টাইল ইত্যাদি প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে, সেগুলো বিপ্লবী জনসাধারণের বিপ্লবী উদ্যোগ এবং বিপ্লবী আকাঙক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিংবা সঙ্গ তিপূর্ণ নয়। এই সাবধানতা সত্ত্বেও আপনাদের মধ্যে অবিপ্লবী বুর্জোয়া চিন্তা-ভাবনা আসতে পারে। ...কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, আপনারা ঠিক সময়ে তা ধরতে পারলেন কি না এবং সময় মতো তা শোধরাতে সক্ষম হলেন কি না" (২০-খ)। এটা ঠিক, নতুন কর্মী ও সাধারণ কর্মীদের এই মূল্যবান ওয়ার্নিং ও শিক্ষার তাৎপর্য উপলব্ধি করা ও জীবনে প্রয়োগ করা কঠিন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বহু নেতা, নেতৃস্থানীয় সংগঠক ও পুরাতন কর্মী প্রাত্যহিক জীবনে এই সম্পর্কে একদম সতর্ক থাকেন না। তাঁরা মনে করেন, আমরা দায়িত্ব পালন করছি, কাজ করে যাচ্ছি, অনেক কিছু ছেড়েছি— ফলে সবই ঠিক আছে। কিন্তু যাকে তাঁরা ঠিক মনে করেন, তার মধ্যে অজ্ঞাতসারে কত সূক্ষ্মভাবে বিভিন্ন রূপে নিরন্তর বুর্জোয়া ভাইরাস তাঁদের একটু একটু করে ক্ষয় করে আনছে, তাঁরা টেরও পান না। ফলে তাঁদের অগ্রগতি ব্যাহত হয়, পিছিয়ে যান, এমনকী পথভ্রষ্টও হয়ে পড়েন।

এটাও দেখা যায়, দলের সাথে প্রথম কেউ যখন যুক্ত হন, তখন রোমান্টিক আবেগে অনেক স্বপ্ন দেখেন, কর্মক্ষেত্রে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে থাকেন। কিন্তু কিছুদিন পর উপযুক্ত জ্ঞানচর্চার অভাবে কর্মক্ষেত্রে কঠিন প্রতিকূল বাস্তব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তাঁদের সেই আবেগ থিতিয়ে যায়। বেশ কিছু দিন কাজ করার পর, নেতৃস্থানীয় সাংগঠনিক দায়িত্বে আসার পর এক দলের মধ্যে, 'অনেক কিছু জানি', 'অনেক কিছু পারি', 'অনেকে আমাকে মানে', 'আমার প্রশংসা করে',— এই ধরনের চিন্তা গ্রাস করে এবং জীবন সংগ্রামে শৈথিল্য আনে। একজন বিপ্লবীকে জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত নিরন্তর জীবনের সর্বক্ষেত্রে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়, এটা তাঁরা খেয়াল রাখেন না। জুনিয়রদের থেকে শেখার মন নেতাদের থাকবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন, আমি সকলের থেকেই শিখেছি। এই মূল্যবান কথা উনি বলেছেন, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুং বলেছেন, সকলেই বলেছেন। আমাদের একদল নেতা আছে তারা অহঙ্কারের সাথে মনে করে আমি নেতা! তাদের এই নেতা কমপ্লেক্স একটা বিরাট প্রবলেম। আমি নেতা—এই মনোভাবটাই থাকা উচিত নয়। এখানে এক জায়গায় তিনি বলছেন, কী রকম নেতা হওয়া উচিত? "আমি ইনচার্জ হয়ে আছি, সেই অর্থে আমি আইনে নেতা, কিন্তু আমাদের চাই হৃদয় থেকে গ্রহণ করা নেতা, হার্ট থেকে গ্রহণ করা নেতা হতে হবে। অফিসিয়াল লিডারশিপ হচ্ছে মিনিমাম, কিন্তু আইডিয়াল হচ্ছে, ভাল হচ্ছে, আমি অফিস হোল্ড করছি বলে নেতা নই, অফিস হোল্ড না করলেও তারা আমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে, মানে। মানে

আমার শ্রেষ্ঠত্বর জন্য, আমার ক্ষমতার জন্য, আমার সাথে ভালবাসা, প্রীতি, ইমোশনাল সম্পর্ক আছে বলে আমাকে মানে। এই হচ্ছে নেতার যথার্থ পজিশন। বাকি পজিশন মেকানিক্যাল"(২৪)। ফলে আমি নেতা না হলেও, আমাকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে আমার গুণের জন্য, আমার ক্ষমতার জন্য। এমনকী আমি সেক্রেটারি নই, কিন্তু আমাকে মানে। তারপর নিজের সম্পর্কে বলছেন, "এমন অনেক নেতা আছেন একসময় যাঁদের অধীনে আমি কাজ করেছি, যাঁরা আমাকে নির্দেশ দিতেন, একদিন হঠাৎ আমি আবিষ্কার করলাম যে, আমি তাঁদের নেতা হয়ে গেছি। তা কোনও আইন করে নয়, কোনও কমিটি গঠন করে নয়, পার্টিতে বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে নয়, স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁদের নেতা হয়ে গেছি, কখন হয়েছি তাঁরাও জানেন না, আমিও জানি না। কারণ আমি তাঁদের মানতাম, শ্রদ্ধা করতাম, তাঁদের অধীনেই কাজ করতাম। কাজটা আরও ভাল করে সুন্দর করে করা নিয়ে বিরোধ হয়েছে, তর্কাতর্কি হয়েছে। কিন্তু কখনও মনে হয়নি যাঁরা নেতৃত্বে আছেন তাঁরা অযোগ্য ব্যক্তি। আমি নেতৃত্ব নিয়ে লড়াই করতে আসিনি, আজ যদি নেতা হয়ে থাকি তাহলে আমার এ কথা বিশ্বাস করুন যে নেতা হওয়ার জন্য লড়াই করেছি বলেই নেতা হয়েছি তা নয়, কাজ করে গেছি শুধু বিপ্লবের জন্য, অন্য কিছুর জন্য নয়"(২৫)। ওঁর নিজের জীবন থেকে বলছেন। সমস্ত স্তরের লিডারদের এই শিক্ষাটা স্মরণে রাখতে হবে।

প্রেম-ভালবাসা-সন্তান সম্পর্কেও দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক হওয়া চাই

আর একটা প্রবলেম পার্টিকে খুব সিরিয়াসলি ধাক্কা দিচ্ছে। বহু কমরেডই ছাত্রজীবনে দলের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে স্বাভাবিক ভাবেই তাদের জীবনে প্রেম ভালবাসা এসেছে। বিবাহিত জীবনে গেছেন, সন্তানের বাবা-মা হয়েছেন। কিন্তু সেন্টারেই থাকুন আর বাড়িতেই থাকুন, তাঁরা এই স্নেহ-ভালবাসার প্রশ্নে কমরেড শিবদাস ঘোষের গাইডেন্স অনুসারে চলেন না, চলছেন না। চলছেন একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক রূপে। তিনি বলছেন, যদিও এই বক্তব্যটা একটু বড়, আমি দু-তিনটি অংশ পড়ে শোনাচ্ছি। "বিশ্বের বিপ্লবী নেতারা নিজেদের পরিবারকে প্রভাবিত করার জন্য সংগ্রাম করেছেন। যখন তাঁরা সফল হননি, তখন বেদনাময় সংঘর্ষ হয়েছে, বিচ্ছেদ ঘটেছে। তাঁরা সহাবস্থান করেননি। একত্রে থাকলে কেউ কাউকে প্রভাবিত করবেন না, তা অসম্ভব। একজন আর একজনকে প্রভাবিত না করতে পারলে অপরে প্রভাবিত হবে। কেউ কাউকে প্রভাবিত না করতে পারলে একটা স্ট্রাগল, একটা কনফ্লিক্ট হবে, দু'জন দু'দিকে ছিটকে চলে যাবে। প্রত্যেকের জানা উচিত সম্পর্কের প্রভাব, বিশেষত ইমোশনাল সম্পর্ক একজনের চরিত্র ও সংস্কৃতির উপর গভীর প্রভাব ফেলে। স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, মান-অভিমান খুব পাওয়ারফুল মাধ্যম, বড় জিনিস। এ যেমন মানুষকে বড় করে, মহৎ করে, আবার

মানুষকে একেবারে নিম্নগামী ও অধঃপতিত করবার রাস্তায় নিয়ে যায়। বন্ধুত্ব, হৃদয়াবেগ, যৌন সম্পর্ক, স্নেহ-ভালবাসার আদানপ্রদান, আমাদের জীবনে এর মানে হল একজনের বিপ্লবী সংস্কৃতি, ভাবনা-ধারণা রসবোধ অপরকে অবধারিতভাবে প্রভাবিত করবে। স্নেহ ও মমতার মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতর কথাবার্তা ও হাসিঠাট্টার বিনিময়ে অপরকে প্রভাবিত করবে"(২৬) এবং এটার সাথে বলছেন, আমি আপনাদের কাছে পুরোটা পড়ছি না, "ট্রটস্কি হোক কাউটস্কি হোক, প্লেখানভ হোক, লিউ সাও চি হোক, এসব বড় বড় নেতারা অনেক স্ট্রাগল করা সত্ত্বেও এদের অধঃপতনের অন্যতম কারণ এই স্নেহ মমতা ভালবাসার সম্পর্ক। এই সম্পর্কের প্রশ্নে তাঁরা কমপ্রোমাইজ করেছেন"(২৭)। এই জায়গাটায় আমাদের বহু নেতা এবং কর্মীর বিরাট ব্যর্থতা আছে। তারা মনে করে আমরা তো মোটামুটি ঠিক আছি। স্বামী-স্ত্রী পার্টি করছি। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা কি পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে চলছে? কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন, দৈহিক সম্পর্কও পার্টি শিক্ষা অনুযায়ী চলবে। সন্তানের প্রতি অ্যাপ্রোচ পার্টি শিক্ষা অনুযায়ী চলবে। অনেকেই ভালবাসা ও দুর্বলতার পার্থক্য বোঝেন না, দুর্বলতা ভালবাসা রূপে তাদের বিভ্রান্ত করে। সেইজন্য এই ধরনের সম্পর্ককে নিছক ব্যক্তিগত হিসাবে না রেখে সব সময়ই খোলা মনে ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের কাছে বিচারের জন্য এবং গাইডেন্সের জন্য রাখা উচিত। প্রতিটি কমরেড নিজের ক্ষেত্রে যেমন সব সময়ে ত্রুটি দেখবে, সমালোচনা সবসময় খুশি মনে গ্রহণ করবে, একই ভাবে স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠজন (যাঁরাই পার্টির সঙ্গে যুক্ত) সব সময়ই তাঁদের ত্রুটিই খুঁজবে এবং তাঁদের সম্পর্কে সমালোচনা খুশি মনে গ্রহণ করবে।

সেন্টার জীবনে থাকার মান অর্জন করতে হবে

এখন পার্টির অনেক সেন্টার আছে, আমি বিস্তৃত আলোচনায় যেতে পারব না আজ। কিন্তু যেটা বলতে চাই, সেন্টারে কোনও নেতা কেন্দ্র হিসাবে না থাকলে সেন্টার বিরাট ক্ষতিকারক। সেন্টার করা মানে হচ্ছে সেন্টারে মিনিমাম একজন নেতা সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশন থাকবেন, যিনি অত্যন্ত ইমপার্সোনাল। কারও প্রতি তাঁর বিশেষ কোনও রকমের পক্ষপাতিত্ব নেই এবং বাকিরাও ব্যক্তিবাদ থেকে অনেকখানি মুক্ত আছেন, সংগ্রামে এগিয়ে আছেন। এটা বাদ দিয়ে সেন্টার করার মানেই হচ্ছে ঐক্যের পরিবর্তে অনৈক্য সৃষ্টি করা এবং তা পার্টি লাইফকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আমি মনে করি এবং এ নিয়ে রাজ্য কমিটিকেও বলব বিভিন্ন সেন্টারগুলি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে রি-অর্গানাইজ করা দরকার। আমি সেন্টারে আছি বলেই যাকে বিয়ে করেছি তার স্ট্যান্ডার্ড না থাকলেও সে সেই সেন্টারেই আসবে, এ চলে না। আবার সেন্টারে না থাকলে ঐক্য হয় না, নেতৃত্ব গড়ে ওঠে না, আমি আগেই বলেছি এগুলি ভুল কনসেপশন। সেন্টারের মধ্যে বহু দ্বন্দ্ব হয়। খাওয়া, পরা, শোওয়া, বিছানা করা,

বাজার করা, রান্না করা, বাসন মাজা, সন্তান দেখা, এই সব দ্বন্দ্বের মধ্যে যথার্থ গাইডেন্স যদি না থাকে, উপযুক্ত নেতা যদি এগুলি ঠিকমতো ট্যাকল না করে, তাহলে এখানে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয় সেটা বাইরের পলিটিক্যাল ঐক্যকেও ব্যাহত করে দেয়। কাজের মুড নষ্ট করে নানা দিক থেকে। আমাদের পার্টির বহু অভিজ্ঞতা আছে এ নিয়ে। পাঁচজন হোলটাইমার বা কর্মী একত্রে কোথাও থাকতে পারে, বাট ডোন্ট কল ইট এ সেন্টার। সেখানে পার্টির কনডাকশনে তারা থাকুক কিন্তু তাতে ফ্লেক্সিবিলিটি থাকবে। সেন্টারে এরকম ফ্লেক্সিবিলিটি চলবে না। আবার পার্টি পরিচালিত এই সব মেসে থাকতে থাকতে সেন্টারে থাকার মান অর্জিত হতে পারে। সেন্টারের সন্তানদের নিয়েও প্রবলেম হচ্ছে। বহু কমরেডের ক্ষেত্রে আমি লক্ষ করেছি টিপিক্যাল মিডলক্লাস অ্যাপ্রোচ নিয়ে চলছে। সেন্টারের বাবা মায়েরা সন্তানের প্রতি অথবা বাড়িতেও হোলটাইমার বাবা-মায়েরা সন্তানদের প্রতি একই অ্যাপ্রোচ নিয়ে চলছে। তারা ভুলে গেছে, আমাদের বাবা-মা আমাদের কী করে বড় করেছে। ক'টা জামা-কাপড় দিত আমাদের? কী খাবার জুটতো আমাদের? সেই মায়েরাই সেই বাবারাই সেন্টারে থেকে তাদের ছেলেমেয়েদের এখনকার মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের যেভাবে মানুষ করে সেভাবে মানুষ করার চেষ্টা করছে, না পারলে আফশোস করছে। বাচ্চাদের মোবাইল, নেট এ সব দিয়ে ব্যাড হ্যাবিট তৈরি করে দিচ্ছে একদল, যত আবদার করছে, তত সারেন্ডার করছে দুর্বলতা থেকে। আমরা অধিকাংশই তো বাড়ির সাথে লড়াই করে, মারধর খেয়ে পার্টিতে এসেছি। পার্টিটা আমাদের কাছে বাইরের আকর্ষণ ছিল। আর সেন্টারে যে ছেলেমেয়েগুলো জন্ম নিয়েছে, বড় হচ্ছে, বা হোলটাইমার বাবা-মার বাড়িতে বড় হচ্ছে, তাদের কাছে পার্টিটা অনেকটা একঘেয়ে, রোজকার জীবনের অংশ, তাই বহির্জগতের আকর্ষণটা বেশি হয়। আর বাইরের জগৎ তো অতি নোংরা। এর জন্য সন্তানদের দায়ী করা চলে না। কারণ তারা কী পরিবেশ পাচ্ছে! সাধারণ বাবা-মায়েরাও আজকাল দুশ্চিন্তায় ঘুমোতে পারেন না,ছেলেমেয়েদের হালচাল দেখে। এই দ্বন্দ্ব যদি বাবা-মায়েরা, লিডাররা ঠিক মতো ট্যাকল না করে তবে সমস্যা হবেই। প্রথমত সন্তানদের বেশির ভাগকেই কোনও বাবা বা কোনও মায়ের নিজের মতো করে দেখাই উচিত নয়। দেখবে পার্টি নেতৃত্বের গাইডেন্স নিয়ে। ভাল হোক মন্দ হোক, নেতৃত্ব দেখবে। এমনও দেখা যাচ্ছে, সাধারণ পরিবার থেকে দলে ভাল ছেলেমেয়ে আসছে। কিন্তু কিছু পার্টি পরিবার ও কিছু সেন্টার থেকে ছেলেমেয়েরা দলে সক্রিয় হচ্ছে না। এই ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে হলে তাদের নিয়ে যাওয়া উচিত বস্তি এলাকায়, এলাকার দরিদ্র পাড়ায়। গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা, ফুটপাথের ছেলেমেয়েরা দারিদ্রের মধ্যে কী খায়, কী পরে, কীভাবে পড়ে, কীভাবে মানুষ হচ্ছে, এ সব দেখিয়ে তাদের মধ্যে মর্মবেদনা জাগানো দরকার। তারা পরীক্ষায় কী রেজাল্ট করছে, তার চেয়েও বেশি খোঁজ নেওয়া উচিত

ক্ষুদিরামের জীবনী জানে কি না, ভগৎ সিং-এর জীবনী জানে কি না, সুভাষ বোসকে জানে কি না, বড় মানুষদের, বিপ্লবীদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করছে কি না। না হলে প্রবলেম হবেই। রেনেসাঁস ও স্বদেশি আন্দোলনের যুগের যে সব গল্প, উপন্যাস, কবিতা মূল্যবোধ জাগায়, দরদি মন জাগায়, সেগুলি পড়াতে হবে। আবার একদম কঠোর নিয়মশৃঙ্খলায় বাঁধা চলবে না, তাহলে বিদ্রোহ জাগবে, নিষিদ্ধ জগতের প্রতি আকর্ষণ জাগবে। বয়স অনুযায়ী ভাল মন্দ দুটোর সাথে পরিচয় ঘটিয়ে মন্দের প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে ভালর প্রতি আকর্ষণ জাগাতে হবে। আবার এটাও ঠিক সবদিক থেকে যথাসম্ভব ভালভাবে দেখলেও সন্তান ঠিকভাবে চলবে, এমন নাও হতে পারে। কারণ, অপরিণত বয়সে বা অপরিণত অবস্থায় বাইরের পরিবেশ বেশি প্রভাবিত করতেপারে। যে সব কমরেডদের সন্তান ঠিকভাবে দলের সাথে যুক্ত হচ্ছে না, তার জন্য তাঁরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। নিজেদের অপরাধী সাব্যস্ত করবেন না। দলে তো আরও ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কাজ করছে। তাদের উপর পিতৃত্ব-মাতৃত্বের ভালবাসা উজাড় করে দিন নিজেদের সন্তান গণ্য করে। দুর্বলতা বশত বা অজ্ঞানতাবশত কেউ কেউ হয়তো নিজ সন্তানের ক্ষেত্রে ভুল ট্রিটমেন্ট করেছেন, ফলে ফল ভাল হয়নি। আবার ঠিকভাবেই চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বাইরের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই সব থেকে শিক্ষা নিন। তা ছাড়া এ কথাও সত্য, আমরাও নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এর আগে এই সম্পর্কে কম্প্রিহেনশিভ গাইডেন্স দিইনি,কিছু কিছু কমরেডের সাথে বিচ্ছিন্ন কথাবার্তা হয়েছে, এই মাত্র। ফলে এই ক্ষেত্রে আমাদেরও দায়িত্ব আছে।

কিছু কিছু সেন্টারে এবং কোনও কোনও কমরেডদের ক্ষেত্রে অর্থব্যয়ের প্রশ্নে সতর্কতা ও বিবেচনা না থাকার ঝোঁক দেখা দিচ্ছে। তারা ভাবে না পার্টির টাকা মানে ‘পাবলিক মানি’। বাবা মায়েরা যদি রোজগারও করে সে টাকাটাও তো পার্টিরই টাকা। সেন্টার যে চলে, পার্টি ফান্ডের টাকাটা কোথা থেকে আসে? কী উদ্দেশ্যে কমরেডরা প্রাণপাত পরিশ্রম করে সংগ্রহ করে? সেন্টার লাইফ নিয়ে আরেকটা বিষয়ও সমস্যা হিসাবে দেখা দিচ্ছে। যেমন বেশ কিছুদিন একটা সেন্টারে থাকেন এমন একদল প্রয়োজনে অন্য সেন্টারে যেতে ও থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। যাঁরা একদিন সংগ্রাম করে পরিবার ছেড়ে, ঘরবাড়ি ছেড়ে পার্টি সেন্টারে থাকছেন, তাঁরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে সেই সেন্টারই অনেকটা নিজের বাড়ি করে ফেলেছেন, এমনকী সেন্টারের মধ্যেও সূক্ষ্মভাবে ‘আমার ঘর’, ‘আমার বিছানা’ এসে যায়, বিবাহিত দম্পতির ক্ষেত্রে এটা বেশি মাত্রায় ঘটে। যদিও কমরেডরা সৎ, জেনে বুঝে এমন করছেন না, জীবনের সবক্ষেত্রেই যে সূক্ষ্মভাবে হলেও বুর্জোয়া সেন্স অফ প্রপার্টি কাজ করে, এই সম্পর্কে সব সময় সজাগ না থাকায় এটা ঘটে।

এ প্রসঙ্গে আরেকটা বিষয়ও বলতে চাই। দলে কিছু মহিলা কমরেড আছেন, তাঁদের মধ্যে ‘পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা’, ‘সন্তান ধারণেই নারীর সার্থকতা’— এইসব মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার প্রভাব রয়েছে। কোনও কারণে সন্তান না

জন্মালে তাঁরা যেন নিজেদের ব্যর্থ মনে করে মুখ শুকিয়ে থাকেন, আর সন্তান জন্মালে যেন মনে করেন, মোক্ষলাভ হয়ে গেছে, সন্তান নিয়ে মাতামাতি করেন। পার্টির অন্যান্য সন্তানদের থেকে নিজের সন্তানকে একটু আলাদা ভাবে দেখেন। অথচ কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের মহিলা কর্মীদের শরৎ সাহিত্যের নারায়ণী, বিন্দু, মেজদিদি হওয়ার আহ্বান জানিয়ে গেছেন। তেমনই পুরুষ কমরেডদের বলেছেন, গিরিশ, গোকুল, রমেশদের থেকে শিক্ষা নিতে। ফলে দেখা যাচ্ছে, একদল কমরেড এইসব চরিত্র নিয়ে, মনীষী ও বিপ্লবীদের চরিত্র নিয়ে ভালই আলোচনা করেন, কিন্তু নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োগ করছেন কি না,সেদিকে খেয়াল রাখেন না। অথচ কমরেড শিবদাস ঘোষ খুব জোর দিয়ে বলে গেছেন, রেনেসাঁস ও স্বদেশি আন্দোলন যুগের আপসহীন ধারার উন্নত চরিত্রের মান প্রথমে অর্জন করতে হবে। তারপর সেই স্তর অতিক্রম করে উন্নত সর্বহারা চরিত্রের মান অর্জিত হবে। এটাও দেখছি, একদল পুরুষ কমরেডের মধ্যে ব্যক্তিবাদের কুপ্রভাব, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, রেষারেষি আছে। বেশ কিছু মহিলা কমরেডের মধ্যে এটা কিন্তু বেশি মাত্রায় আছে, পরস্পরের প্রতি অসহিষ্ণুতা, খুঁত ধরার মানসিকতা, অনুদার মনোভাব, কর্তৃত্ব করার ঝোঁক, প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা, তাঁদের ক্ষতি করছে, পরিবেশের স্বাস্থ্য নষ্ট করছে। এ বিষয়ে আর অন্য আলোচনায় না গিয়ে আমার অন্য একটা সিরিয়াস পয়েন্ট আছে, সেটা রাখতে চাই।

দলের সর্বোচ্চ স্তরের নেতারও অধঃপতন হতে পারে

সম্প্রতি শিবদাস ঘোষের একটা অমূল্য আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, প্রেম ভালবাসা যৌনসম্পর্ক নিয়ে। সেখানে আছে, "সর্বোচ্চ স্তরের যিনি নেতা মানে পার্টির সর্বোচ্চ স্তরের যিনি নেতা তাঁকেও প্রতিনিয়ত আদর্শগত স্তর উন্নত করবার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়। যদি এই সংগ্রামকে নিরন্তর চালিয়ে যাওয়া না যায় বা কোনও কারণে দুর্বল করা হয়, তবে যে কোনও উন্নত স্তর থেকে অধঃপতিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়া ও প্রলেটারিয়েটের মধ্যে নিয়ত যে শ্রেণি সংঘর্ষ চলছে তাতে প্রলেটারিয়েট ভাবনা আমরা বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করছি। আর বুর্জোয়া সমাজের রুচি, ভাবনা, পরিবেশ আমাদের অজ্ঞাতসারে আক্রমণ করছে। সতর্কতার দ্বারা, জ্ঞান এবং চেতনার মান উন্নত করার দ্বারা যদি প্রতিটি মুহূর্তে আমরা সতর্ক না থাকি তাহলে প্রতি দিনের প্রচলিত অভ্যাস, জীবনের নানা সমস্যা, রুচি, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, সংস্কৃতি, কুসংস্কারের মধ্য দিয়ে হু হু করে বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া মনোভাব বিপ্লবীর মধ্যে ঢুকে উই পোকা যেমন বাড়ির শক্ত খুঁটিকে ভিতর থেকে কুরে কুরে শেষ করে দেয় অথচ বাইরে থেকে বোঝা যায় না, তেমনই বুর্জোয়া পেটি বুর্জোয়া অভ্যাস ধ্যান ধারণা ও সংস্কৃতি বড় বড় চরিত্রগুলিকে অধঃপতিত করে। একদিনের উন্নত মানের

বিপ্লবী গুণগুলি জ্ঞানের দ্বারা সদা সতর্ক প্রহরীর মতো যদি কেউ নিজের মধ্যে রক্ষা করতে না পারে, তাহলে তার মধ্যে ফেলে আসা দিনের শক্ত ভিতের উপরে গড়ে ওঠা সর্বহারা চরিত্রের গুণাবলি আজকের দিনের বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া অভ্যাসের চোরাবালিতে ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়"— এই ওয়ার্নিং আমাদের জন্য। সর্বোচ্চ স্তরের নেতা বলতে আজকে পার্টিতে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আমাকে বোঝাচ্ছে। তাহলে আমাকে বলছেন এবং আমার স্তরের নেতা যাঁরা আছেন তাঁদের বলছেন যে, প্রতি মুহূর্তে আমাদের মধ্যে বুর্জোয়া-প্রলেটারিয়েটের দ্বন্দ্ব চলছে এবং আমরা যদি নিরন্তর সতর্ক না থাকি প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের কাজ কর্ম আচার আচরণ স্নেহ ভালবাসা পছন্দ অপছন্দ সমস্ত ক্ষেত্রেই যদি প্রলেটারিয়েট দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত না হই, এতটুকু আপস করি তাহলে উইপোকা ঢুকবে, একটু একটু করে খেয়ে আমাদের চরিত্রের ভিত নড়িয়ে দেবে। তারপর একদিন ধসে পড়বে। তাই সর্বোচ্চ স্তরের নেতাদের সম্পর্কে এই ওয়ার্নিং তিনি দিয়েছেন। আর আপনাদের দায়িত্ব কী? আপনাদের দায়িত্ব, আমি এবং আমার স্তরের নেতারা যাতে অধঃপতিত না হন সেই সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকা, আবার আমাকে এবং আমাদেরকে ওনার শিক্ষা অনুযায়ী এই সংগ্রাম সতত করতে হবে। কাজেই আপনারাও অন্ধ শ্রদ্ধা নয়, প্রতি মুহূর্তে নেতৃত্বকে রক্ষা করার জন্য শিবদাস ঘোষের শিক্ষার মাপকাঠিতে কোথাও এতটুকু ভুলভ্রান্তি দেখলে, ত্রুটি দেখলে নেতৃত্বকে রক্ষা করার জন্য, বাঁচাবার জন্য বাঘের মতো লড়বেন। দ্বিধা করবেন না। আমি এর আগেও বলেছি, আমাকে যদি কোনও কমরেড রাগের সাথেও কথা বলে আমি খারাপ কিছু দেখি না। মনে করি ওই রাগ আসলে শ্রদ্ধা আছে বলেই। কারণ সে আমাকে ভয় পায় না। নির্ভয়ে মনোভাব ব্যক্ত করতে পারে।

আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের সাথে এইভাবে তর্ক করতাম। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন। এখনকার কর্মীদের মধ্যে নেতাদের নিয়ে বক্তব্য থাকলে, প্রশ্ন থাকলে, তারা অনেকেই সামনে বলে না। একদল নেতাও বলতে দেয় না, রেগে যায়। এই মঞ্চে আমার পিছনে একজন বসে আছে তার সম্পর্কে একজন জুনিয়ার কমরেড বলেছে, সে সমালোচনা করেছে বলে তার সাথে আগের মতো ভালভাবে কথা বলে না। ইট ইন্ডিকেটস হোয়াট? ইজ হি ফলোয়িং কমরেড শিবদাস ঘোষেস টিচিংস? আমার একটা সমালোচনা করেছে একজন কমরেড, ভুল হলে আমি বুঝিয়ে দেব, ঠিক হলে আমি গ্রহণ করব। এতে আমার উপকার হবে। ওঁনার মতো নেতা বিহারের মজফফরপুরে শিক্ষাশিবিরে বলেছেন, আমি শিবদাস ঘোষ যা বলছি কোনও দিন যদি দেখেন আমি তার থকে বিচ্যুত হচ্ছি, আমাকে দল থেকে বের করে দেবেন। এই হাউসে আমি আপনাদের এবং থ্রু ইউ— এন্টায়ার ইন্ডিয়ার কমরেডদের বলছি, 'বি ক্রিটিক্যাল অ্যাবাউট মি, টু হেলপ মি'। আমি ব্যক্তি নই, আমি জেনারেল সেক্রেটারি অফ দি পার্টি। আমার সামান্য ত্রুটি বা সামান্য ভুলেও পার্টির বিরাট ক্ষতি

হবে। স্তরে স্তরে নেতাদের সম্পর্কে এটা রক্ষা করে যেতে হবে। এই কথাটা আজ আমি এই হাউসে আপনাদের কাছে রাখলাম।

আর একটা কথা আবারও বলতে চাই, দল ও ফ্রন্টের নেতারা কর্মসূচি এমনভাবে সাজাবেন যাতে কর্মীরা পড়াশোনার ও জনগণের সাথে মেশার সময় ও সুযোগ পায়। যে অধঃপতিত বুর্জোয়া সমাজ থেকে কর্মীরা আসছে, সেখানে পড়াশোনার অভ্যাস, জ্ঞানার্জনের স্পৃহা একদম নেই। ফলে কর্মীদের পড়াশোনার অভ্যাস করানো, তত্ত্ব অর্জন করানোর মানসিকতা গড়ে তোলার উপর খুবই জোর দিতে হবে। এটা সর্বস্তরের নেতাদের প্রাত্যহিক কাজ হিসাবে গণ্য করতে হবে। নেতারাও অনেকে এ সব চর্চা করেন না, ফলে কর্মীদের ক্ষেত্রে গুরুত্ব বোঝেন না। এতে দলের খুবই ক্ষতি হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, নেতার কাজ কর্মীদের দিয়ে অফিস-কর্মচারীদের মতো কিছু কাজ করানো নয়, স্নেহ-ভালবাসা-মমতা-যত্নের মধ্য দিয়ে তাদের বিপ্লবী হিসাবে জ্ঞানে-গুণে উপযুক্তভাবে তৈরি করা, যেমন করে বাবা-মা সন্তানকে নিজেদের থেকে আরও সুশিক্ষিত ও বড় করে গড়ে তুলতে যায়। আর জুনিয়রদের ছোট হিসাবে গণ্য করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা নয়, তাদের মর্যাদা দিয়ে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে যাতে তারা নিজেরা মাথা খাটিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সৃজনশীল কাজ করতে পারে, তেমনভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ভুল করলেও তিক্ত সমালোচনা করে উদ্যম নষ্ট না করে পুনরায় কাজের দায়িত্ব দিতে হবে। কোনও জুনিয়র কমরেডের ত্রুটি-বিচ্যুতি বা অন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে তাকে দায়ী করে বা তার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ না করে প্রথমে নেতাকেই ভাবতে হবে, আমি কি যথার্থ ভাবে তাকে শিক্ষা দিতে পেরেছি, গাইড করতে পেরেছি? সিনিয়র লিডারদের কাজ নিছক কর্মীদের প্রোগ্রাম দেওয়া ও তার খোঁজ নেওয়া নয়। প্রত্যেক জুনিয়র কর্মীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তার বিশেষ গুণাবলি বা ত্রুটিগুলি যৌথ বিচারের ভিত্তিতে নির্ধারণ করে স্নেহশীল অ্যাসোসিয়েশন ও এডুকেটিভ ডিসকাসনের মাধ্যমে তাকে বিকশিত করতে হবে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে গাইড করতে হবে। কমরেডরা পড়ছে কি না, পড়ে কী বুঝছে, পাড়ায় মিশছে কি না, প্রতি সপ্তাহে ছুটির দিনে ছোটদের নিয়ে খেলাধূলা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাজকর্ম করছে কি না, পরিচিত বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়স্বজনদের কাছে যাচ্ছে কি না, কাজ করতে গিয়ে যে সব কনট্যাক্ট পাচ্ছে তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে কি না— এ সব করতে গিয়ে কী ফলাফল পাচ্ছে, কী ধরনের বক্তব্য বা প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে, নতুন নতুন কী কী সংগঠন গড়ে তুলছে— এ সবই হবে অফিসে, সেন্টারে বা একত্রে কোথাও দেখা হলে কনস্ট্যান্ট কমন অ্যাসোসিয়েশন ও ডিসকাসনের বিষয়বস্তু, যেটা কনস্ট্যান্ট কমন অ্যাকটিভিটিকেও এক ধাক্কায় অনেক উন্নত করতে সাহায্য করবে। সব স্তরের নেতা ও কর্মীরা অবশ্যই এগারো পয়েন্ট নিরলসভাবে কার্যকর করবেন। বিভিন্ন এলাকায়, কারখানায়, ইনস্টিটিউশনে মাস বেস যেন গড়ে তোলা হয়, সর্বহারা ও আধা সর্বহারাদের

সংগঠিত করার জন্য যেন গুরুত্ব দেওয়া হয়। সব স্তরের সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী, রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ সকলের সাথে মেলামেশা করে, গল্পগুজব করে তাদের বিভ্রান্তিমুক্ত করার ক্ষমতাও কর্মীদের নিরলস চর্চা ও পরস্পরের অভিজ্ঞতার আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে আয়ত্ত করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, এই রাজ্যে আমাদের দলের ব্যাপক গণপরিচিতি বেড়েছে, দলের প্রতি মানুষের প্রীতি ও সহানুভূতি বেড়েছে, কিন্তু সেই অনুপাতে আমরা গণভিত্তি এখনও গড়ে তুলতে পারিনি। আমাদের দলকে, আমাদের কর্মীদের জনগণ সৎ, ভদ্র, সুশৃঙ্খল, সংগ্রামী, সুবিধাবাদ ও দুর্নীতিমুক্ত মনে করে, ঐকান্তিকভাবে দলের শক্তিবৃদ্ধি চায়। কিন্তু ব্যাপক জনগণ জানে না, আমাদের দলের রাজনীতি কী, অন্যান্য তথাকথিত কমিউনিস্ট দলের সাথে পার্থক্য কোথায়, আমাদের দলের বৈশিষ্ট্যের উৎস যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা ও উন্নত সংস্কৃতির নিরন্তর সাধনার সংগ্রাম— এগুলি সাধারণ মানুষ, শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জনগণ নিজেরা বুঝতে পারে না, বোঝা সম্ভবও নয়। গণআন্দোলন ও শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় ও নানা ভাবে অ্যাসোসিয়েসন দিয়ে ধৈর্য, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে তাদের এ সব বোঝাতে হয়। এই দক্ষতা নিরন্তর অনুশীলনের মাধ্যমে নেতা ও কর্মীদের অর্জন করতে হবে। না হলে পলিটিক্যালাইজেশন অফ দি মাসেস শুধু কথার কথাই থেকে যাবে।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) নেতা-কর্মীদের আজ বিরাট দায়িত্ব

আরেকটা বিষয় এখন আমি বলতে চাই তা হল, গোটা বিশ্বের যা পরিস্থিতি, একদিকে কমিউনিস্ট মুভমেন্ট খুবই দুর্বল, প্রায় ছিন্ন-ভিন্ন— আদর্শগত ক্রাইসিসের ফলে ও সঠিক মার্কসবাদী নেতৃত্ব না পাওয়ায়। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ সম্পর্কে লেনিন সেই সময় বলেছিলেন, জরাগ্রস্ত— এখন কিন্তু মৃত্যুশয্যায় শায়িত, পচাগলা দেহ, দুর্গন্ধময়। যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে একটা বিরাট পাওয়ার ছিল, যে বিশ্বকে গ্লোবালাইজেশনের দিকে ঠেলল, আজ সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই এমন ক্রাইসিস যে সে নিজেই প্রোটেকশানের ওয়াল তুলছে। বাইরের দেশের পণ্য ঢুকতে দেবে না, বাইরের দেশের শ্রমিক ঢুকতে দেবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন তীব্র বেকার সংকট, বাজার সংকট চলছে। স্ট্যালিন বলেছেন, মিলিটারাইজেশন অফ ইকনমি সাম্রাজ্যবাদীদের করতে হচ্ছে, যেহেতু কনজিউমার মার্কেট সংকুচিত, তাই সামরিক মার্কেট ওপেন করছে। এতদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার উপর দাঁড়িয়ে ছিল। সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওভার মিলিটারাইজেশন অফ দি ইকনমি করে আজ ক্রাইসিসে পড়েছে। সে এখন ন্যাটোকে বলছে, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, ইংল্যান্ডকে বলছে ন্যাটোর পুরো দায়িত্ব নিয়ে টাকা আমি দিতে পারব না। তোমরাও দায়িত্ব বহন কর। কারণ আমেরিকা চূড়ান্ত ঋণগ্রস্ত। বিশ্বে ক্ষমতার ভারসাম্য পাল্টে যাচ্ছে।

ক্যাপিটালিজমের পথে চলার পর এখন চীনও হয়েছে বিরাট পাওয়ার। সে আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে। আর একটা ইম্পিরিয়ালিস্ট পাওয়ার রাশিয়াও চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে। রাশিয়া, চীন আরও কতগুলি দেশকে যুক্ত করে জোট বানাচ্ছে। আমেরিকা তার অর্থনৈতিক স্বার্থে রাশিয়াকে আর্থিক অবরোধ করতে চাইছে। কিন্তু জার্মানি, ফ্রান্স রাজি হচ্ছে না, ওদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হচ্ছে। এটাও লক্ষণীয়, ছোট-বড় সব সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশই মিলিটারি বাজেট বাড়াচ্ছে। মধ্য প্রাচ্যে, আফ্রিকায় লোকাল ওয়ার সাম্রাজ্যবাদীরা চালিয়ে যাচ্ছে। সশস্ত্র ধর্মীয় মৌলবাদীদের মদত দিচ্ছে। যার যার সুবিধা ও প্রয়োজন মতো বাণিজ্যিক ও সামরিক জোট গড়ে তুলছে। রাশিয়া-চীনের ঐক্যের পাল্টা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, ইজরায়েলকে নিয়ে আর একটা জোট গড়ে তুলছে। অন্য দিকে ওয়ান পারসেন্ট অফ দি রিচ পিপল, হোল ওয়ার্ল্ডের নাইন্টিনাইন পারসেন্ট সম্পদের মালিক। ১২ কি ১৩ জন ধনকুবের গোটা বিশ্বে সমস্ত ধন সম্পদকে কন্ট্রোল করছে। এরকম একটা অবস্থা, সমগ্র বিশ্বে আজ কোটি কোটি বেকার, কোটি কোটি ক্ষুধার্ত মানুষ। সর্বত্র প্রচণ্ড বিক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠার মুখে। অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট মুভমেন্ট আবারও মাথা তুলে দাঁড়াবে। ওই একবারের বিক্ষোভই আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বুক কাঁপিয়ে দিয়েছে। ইউরোপেও বারবার ধর্মঘটের বন্যা ফুলে ফুলে মাথা তুলছে। বিভিন্ন দেশে এরকম একটা অবস্থা। আজ অবজেকটিভ কন্ডিশন এমন যে, মানুষ পরিবর্তন চাইছে। স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। কিন্তু পথ পাচ্ছে না। নেতৃত্ব পাচ্ছে না। আদর্শ পাচ্ছে না।

আমাদের দেশেও তাই। দিল্লিতে নির্ভয়ার ধর্ষণ-হত্যা নিয়ে মাসের পর মাস বিক্ষোভ হয়ে গেল। আমাদের দিল্লি পার্টি সেই বিক্ষোভে ছিল। কিন্তু তেমন সংগঠন ছিল না যাতে আমরা নেতৃত্ব দিতে পারি। সম্প্রতি বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে কৃষকদের বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠেছে। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, মহিলা সমস্ত ক্ষেত্রেই বিক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠছে। মানুষ পরিবর্তন চাইছে। কিন্তু কী সেই পরিবর্তন জানা নেই। নেতৃত্ব নেই। এইখানে আমরা ভূমিকা পালন করতে পারি। আমাদের পার্টিই একমাত্র পারে। যদি কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে আমরা নিজেদের শক্তিশালী হিসাবে গড়ে তুলতে পারি। ফলে আমাদের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিতে হবে যে কাল আমি যা ছিলাম এই হল থেকে বেরোবার পর সে আমি থাকব না। আই মাস্ট চেঞ্জ মাইসেলফ। না হলে বৃথা আজকের ৫ আগস্টের এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। প্রত্যেককে তার তার জায়গায় এই স্ট্রাগল রিলিজ করতে হবে। গোটা মানব সভ্যতা সংকটে প্রবলভাবে ভুগছে। মনুষ্যত্ব বলে কিছু নেই। মূল্যবোধ বলে কিছু নেই। মানুষ বলে কিছু নেই। না হলে তিন বছরের বাচ্চা মেয়েকে রেপ করে? বাবা মেয়েকে রেপ করে? এটা সভ্যতা? পুঁজিবাদ কোথায় চলে গেছে! সমগ্র পশ্চিমী বিশ্বে কোথাও আর রমাঁ রলাঁকে খুঁজে পাওয়া

যাবে? আইনস্টাইন, বার্নাড শ-কে খুঁজে পাওয়া যাবে? এমনকী সার্ত্রেকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমাদের দেশেও কি আর রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ফুলে, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচন্দদের খুঁজে পাওয়া যাবে?

মহান নেতার আহ্বান স্মরণে রাখুন

এই অবস্থায় একমাত্র মার্কসবাদই পথ দেখাতে পারে। আজ এখানে কমরেড শিবদাস ঘোষের একটা আবেদন পাঠ করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। ১৯৭১ সালের ভাষণের শেষ অংশে তিনি বলছেন, "পরিশেষে আমি কমরেডদের অন্য একটা বিষয়ে দু-চার কথা বলব। বর্তমানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যে হতাশা, সাধারণ মানুষের মধ্যে যে হতাশা তার একটা প্রভাব কর্মীদের একাংশের এমনকী ভাল কর্মীদের একাংশের মানসিকতার মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। মুখে তারা না বললেও তাদের কাজেকর্মে এক ধরনের জড়তা দেখা যাচ্ছে। এটা বিপ্লবী কর্মীদের হওয়া ঠিক নয়। আমরা তো বিপ্লবী কর্মী এই জন্যই যাতে জনতাকে তার দুঃসময়ে সবচেয়ে বেশি আমরা সাহায্য করতে পারি। জনতা হতাশায় ভুগছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীরা হতাশায় ভুগছে। এটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশীদার মানুষগুলির পক্ষে সবচেয়ে দুঃসময়। এই দুঃসময়ে বিপ্লবী দলের কর্মীদের সবচেয়ে বেশি নিরলস ভাবে কাজ করে তাদের সাহায্য করা দরকার। নিজেদের উদ্যোগ বাড়ানো দরকার। গাড়ি যখন খুব স্বাভাবিকভাবেই জোরে চলে তখন স্টিয়ারিংটা ধরে রাখলেই হয়। কিন্তু গাড়ি যখন ঠিকমতো চলে না তখনই দরকার হয় পরিশ্রম ও সতর্কতা। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রশ্নে, জনসাধারণের মানসিকতার প্রশ্নেও কথাটা একই। পরিস্থিতি যত প্রতিকূল বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মীদের পরিশ্রম, সক্রিয়তা, উদ্যোগ হবে তত বেশি। না হলে প্রতিক্রিয়াশীলদের ষড়যন্ত্রই সফল হবে। যদি আমরা সত্যই বিশ্বাস করি যে, মানুষ মার খেয়েও বারবার লড়াইয়ের ময়দানে আসবে, কিন্তু ততদিন তা বারবার বিফলতায় পর্যবসিত হবে, নানা রাজনৈতিক দল মানুষের ক্ষোভ বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে নিজেরা রাজা উজির হয়ে সাময়িক স্বার্থ গুছিয়ে নেবে, হতাশা মানুষকে গ্রাস করবে— যতদিন পর্যন্ত না মানুষের এই আন্দোলনগুলিকে, লড়াকু মানুষগুলিকে সঠিক পথে চালনা করে সঠিক পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়ার যোগ্য নেতৃত্ব দেওয়ার পার্টি এস ইউ সি আই (সি)-র শক্তি বৃদ্ধি ঘটে— এ যদি কর্মীরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, তাহলে আজকের এই হতাশার মুখে তাঁদের আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে কাজ করার কথা। শুধু কর্মীরাই নয়, যাঁরা পার্টির সমর্থক, দরদি, যাঁরা সব সময়ে সক্রিয় কর্মীদের মতো কাজ করতে পারেন না, তাঁদেরও মানসিকতাটা হবে আমাদের সংসার, অন্য পাঁচটা দায়-দায়িত্ব পালন করার পরও যতটুকু কাজ আমরা করতে পারি— আর্থিক, কায়িক যেভাবে যতটুকু মদত পার্টির কর্মকাণ্ডে আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব, তাতে আমরা না বলব না। আমরা

তা করব। এটা না হলে সমাজের মধ্যকার হতাশা, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যকার হতাশা যদি কর্মীদের, নেতাদের বা নেতৃস্থানীয় কর্মীদের মানসিকতাকে খানিকটা আচ্ছন্ন করে এবং গতানুগতিকতার রোগে ধরে তাহলে আমরা কীভাবে সমস্যার মোকাবিলা করব? আর একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য আমাদের শক্ত হাতিয়ার একটাই। এই শক্ত হাতিয়ার হচ্ছে প্রথমত কর্মীদের লৌহদৃঢ় ঐক্য ও অটুট মনোবল। সমস্ত রকমের নৈরাশ্য কর্মীদের ঝেড়ে ফেলতে হবে। দেখতে হবে সমাজের এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের হতাশা যেন তাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার না করে। দ্বিতীয়ত সমর্থকবৃন্দের কাছে আবেদন জানাতে হবে যাতে তাঁরা তাঁদের মতো করেই যেভাবে যতটুকু পারেন কাজ করেন। নিজে ভাবেন এবং পার্টিকে সাহায্য করেন। তৃতীয়ত, পার্টির নেতৃত্বের ধারণাকে আপনাদের অটুট রাখতে হবে। চতুর্থত, প্রতিনিয়ত জনগণের মাঝে যেতে হবে। তাদের মধ্যে থাকতে হবে এবং তাদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা চালাতে হবে। এই চারটি কাজ আপনাদের অমোঘ শক্তি দেবে এবং একটি শক্তিশালী হাতিয়ার দেবে যার প্রয়োগের দ্বারা বর্তমান অবস্থার মোকাবিলা করতে পারব"(২৮)। কমরেড শিবদাস ঘোষের এই আবেদন আপনাদের সামনে রেখেই আমি আজ এখানে বক্তব্য শেষ করলাম।

সূত্র ঃ

১) কেন এস ইউ সি আই (সি) ভারতবর্ষের মাটিতে একমাত্র সাম্যবাদী দল। ২) গণআন্দোলনের সমস্যা প্রসঙ্গে। ৩) কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী স্মরণে, (রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড)। ৪) বৈজ্ঞানিক দ্বন্দ্বমূলক বিচারপদ্ধতিই মার্কসবাদী বিজ্ঞান (রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড)। ৫) সাম্যবাদী শিবিরের আত্মসমালোচনা (রচনাবলি, প্রথম খণ্ড)। ৫-ক) বৈজ্ঞানিক দ্বন্দ্বমূলক বিচারপদ্ধতিই মার্কসবাদী বিজ্ঞান (রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড)। ৫-খ) সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেস প্রসঙ্গে ২০ মে ১৯৫৬ সালে প্রদত্ত ভাষণ (নির্বাচিত রচনাবলি, ১ম খণ্ড)। ৬) চীনের পার্টির দশম কংগ্রেস (রচনাবলি, প্রথম খণ্ড)। ৭) কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী স্মরণে (রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড)। ৮) শ্রমিকের কাছে সর্বহারা রুচিসংস্কৃতি তুলে ধরতে হবে (রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড)। ৯, ১০, ১১, ১২) কেন এস ইউ সি আই (সি) ... সাম্যবাদী দল। ১৩) বৈজ্ঞানিক দ্বন্দ্বমূলক বিচারপদ্ধতিই মার্কসবাদী বিজ্ঞান (রচনাবলি , চতুর্থ খণ্ড)। ১৪) চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব। ১৫) কেন এস ইউ সি আই (সি) ... সাম্যবাদী দল। ১৬)বৈজ্ঞানিক দ্বন্দ্বমূলক বিচারপদ্ধতিই ...। ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২) বিপ্লবী কর্মীদের আচরণবিধি (রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড)। ২৩) (শ্রমিক আন্দোলন প্রসঙ্গে ও বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে)। ২৪, ২৫) কমিউনিস্ট চরিত্র গঠনের সংগ্রামের কয়েকটি দিক। ২৬, ২৭) অপ্রকাশিত ভাষণ, ১৯৭৪। ২৮) *বৈজ্ঞানিক দ্বন্দ্বমূলক বিচারপদ্ধতিই মার্কসবাদী বিজ্ঞান (রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড)।*